Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Falgun 04, 1432 Bangla, February 17, 2026, Tuesday, No. 48, 56th year

H I G H L I G H T S

The swearing-in ceremony for the newly elected members of the 13th National Parliament officially begins at 10 am at the South Plaza of the National Parliament Building. The swearing-in ceremony of the PM & cabinet members will be held at 4 pm. [BBC: 06]

Chief adviser Professor Muhammad Yunus has said, after 17 years, a festive, peaceful national election was held in BD. This election will be an excellent example of how BD's elections should be in the future. [BBC: 03]

Noting that this election was not just a process of transferring power, Muhammad Yunus said, it is the beginning of a new journey for Bangladesh's democratic system; the birth of a new Bangladesh. [BBC: 03]

BNP Chairman Tarique Rahman has paid a courtesy visit to Mufti Syed Muhammad Rezaul Karim, the Amir of Islami Andolan Bangladesh and Charmonai Pir, at his residence in Dhaka. [BBC: 06]

Following this meeting Rezaul Karim said, Tarique Rahman has assured that he will run the country in consultation with everyone, emphasizing a move towards an inclusive & democratic governing approach. [Jago FM: 23]

National Citizen Party has signed the July National Charter. NCP Convener Nahid Islam said the party signed the charter on the condition that the people's verdict on the referendum would be implemented in its entirety, without the notes of dissent. [Jago FM: 23]

BNP has questioned the legal basis of the preparations being made to administer the oath to the newly elected representatives as MPs, as well as to administer the oath to the Constitutional Reform Council. [BBC: 15]

Transparency International Bangladesh has reported that multiple irregularities were seen in at least 40 percent of the seats in the 13th National Parliament elections. [BBC: 08]

Analysts believe that keeping the party's leaders & workers under control will be the biggest challenge for BNP after forming govt. They also mention challenges such as the economy, law & order, commodity prices, employment, investment etc. [DW: 18]

Constitutional analysts do not see any major crisis regarding the reforms on issues that do not have a note of dissent in July Charter, as the BNP has achieved an absolute majority in more than two-thirds of the seats in election. [BBC: 09]

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ফাল্গুন ০৪, বাংলা ১৪৩২, ফেব্রুয়ারি ১৭, ২০২৬, মঙ্গলবার, নং- ৪৮, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাবে সকাল ১০টায় জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠিত হবে। [বিবিসি: ০৬]

দীর্ঘ ১৭ বছর পর একটি উৎসবমুখর, শান্তিপূর্ণ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, ভবিষ্যতে বাংলাদেশের নির্বাচন কেমন হওয়া উচিত, এই নির্বাচন সেটির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে থাকবে। [বিবিসি: ০৩]

মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, এই নির্বাচন কেবল একটা ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া নয়, এটি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, নতুন অভিযাত্রার সূচনা, নুতন বাংলাদেশের জন্ম। [বিবিসি: ০৩]

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ রেজাউল করিমের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। [বিবিসি: ০৬]

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান সবার সঙ্গে পরামর্শ করে দেশ পরিচালনা করবেন এমন আশ্বাস দিয়েছেন --- জানিয়েছেন রেজাউল করীম। [জাগো নিউজ: ২৩]

জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি। পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, জুলাই সনদে `নোট অব ডিসেন্ট, বাদ রেখে এবং গণভোটের রায় পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হবে, এই সাপেক্ষে সই করেছেন। [জাগো নিউজ: ২২]

সাংসদ হিসেবে নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শপথ পড়ানোর পাশাপাশি, সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ পড়ানোর যে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে, সেটির আইনিভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিএনপি। [বিবিসি: ১৫]

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অন্তত চল্লিশ শতাংশ আসনে একাধিক অনিয়মের চিত্র দেখা গেছে --- জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। [বিবিসি: ০৮]

সরকার গঠনের পর দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে রাখা বিএনপির জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। এছাড়া অর্থনীতি, আইন-শৃঙ্খলা, দ্রব্যমূল্য, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ইত্যাদি চ্যালেঞ্জের কথাও বলছেন তারা। [ডয়চে ভেলে: ১৮]

নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে বিএনপি। ফলে জুলাই সনদের যেসব বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট নেই, সে সব প্রশ্নে সংস্কার নিয়ে তেমন কোন সংকট দেখছেন না সংবিধান বিশ্লেষকরা। [বিবিসি: ০৯]

বিবিসি

এই নির্বাচন কেবল ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া নয় : প্রধান উপদেষ্টা

দীর্ঘ ১৭ বছর পর বাংলাদেশে একটি উৎসবমুখর, শান্তিপূর্ণ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, "ভবিষ্যতে বাংলাদেশের নির্বাচন কেমন হওয়া উচিত, এই নির্বাচন সেটির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে থাকবে।„ জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা জানিয়েছেন, মঙ্গলবারই বিদায় নিচ্ছে এই অন্তর্বর্তী সরকার। "এই নির্বাচন কেবল একটা ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া নয়, এটি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, নতুন অভিযাত্রার সূচনা, নুতন বাংলাদেশের জন্ম„ বলেন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। জুলাই সনদ অন্তর্বর্তী সরকারের সবচেয়ে বড়ো অর্জন উল্লেখ করে করে মি. ইউনূস বলেন, জাতি কখনও জুলাই সনদের কথা ভুলবে না। "অন্তর্বর্তী সরকারের সবচেয়ে বড়ো অর্জন জুলাই সনদ, যার ভিত্তিতে গণভোটে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত দিয়েছে দেশের মানুষ। জুলাই সনদের বাস্তবায়ন হলে ফ্যাসিবাদ ফিরে আসার পথগুলো চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। আশা করবো এটা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বাস্তবায়ন হবে। অন্তর্বর্তী সরকারের ছোটো-বড়ো, ভালো-মন্দ অনেক কথা ভুলে গেলেও, জুলাই সনদের কথা জাতি কখনও ভুলবে না„ বলেন প্রধান উপদেষ্টা। স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা ও শক্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে বাংলাদেশকে কেউ কোনোদিন ঠেকাতে পারবে না বলে মন্তব্য করেন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শেষ কর্মদিবসে বিদায় নেওয়ার আগে তিনি বলেন, শূন্য থেকে নয় বরং মাইনাস পয়েন্ট থেকে অন্তর্বর্তী সরকার কাজ শুরু করেছে। তিনি বলেন, "আমরা শূন্য থেকে শুরু করিনি, শুরু করেছি মাইনাস থেকে। ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করে প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়ে তারপর সংস্কারের পথ ধরেছি। আজ অন্তর্বর্তী সরকার বিদায় নিচ্ছে। কিন্তু গণতন্ত্র, জবাবদিহিতা, বাক্‌স্বাধীনতা ও অধিকার চর্চার যে ধারা শুরু হয়েছে, তা যেন কখনও থেমে না যায়।„ নতুন বাংলাদেশ গড়ার দায়িত্ব সকলের বলে আহ্বান জানান প্রধান উপদেষ্টা।

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০২.২০২৬ রনি)

আজ আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছি : প্রধান উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে ড. মুহাম্মদ ইউনূস দেশবাসীর কাছ থেকে বিদায় চেয়েছেন। সোমবার রাতে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, "বিগত ১৮ মাস আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন শেষে, একটি নির্বাচিত সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরের প্রাক্কালে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে আজ আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছি।„ গত ১৮ মাসের দায়িত্ব পালনের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, "আমাদের প্রথম কাজ ছিল দেশকে সচল করা। এটা ছিল সবচাইতে কঠিন কাজ। যারা দেশকে লুটেপুটে খেত, তারাই দেশের এই যন্ত্র চালাতো। তাদের একান্ত অনুগত লোক নিয়ে অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সবাই পালিয়েছে। বড়ো কর্তা পালিয়েছে, মাঝারি কর্তা পালিয়েছে। অন্যরা ভোল পাল্টিয়েছে অথবা আত্মগোপনে চলে গেছে।„ "কেউ নানাজনের সুপারিশ নিয়ে আসছে তারা অভ্যুত্থানের গোপন সৈনিক ইত্যাদি। সরকারের ভেতরে যারা পালিয়ে যায়নি, তাদের মধ্যে কাকে বিশ্বাস করবেন, কাকে করবেন না, এটি মহাসংকট হয়ে দাঁড়াল। যতই মৃতদেহের, অঙ্গপ্রত্যঙ্গহীন দেহের সন্ধান আসছিল, ততই তারা চিহ্নিত হচ্ছিল।„

ড. ইউনূস বলেন, "সেই থেকে ১৮ মাস চলে গেছে। অবশেষে ১২ ফেব্রুয়ারি আসলো। দেড় যুগ পর দেশে একটি জাতীয় নির্বাচন এবং ব্যাপক সাংবিধানিক পরিবর্তনের জন্য সর্বসম্মত জুলাই সনদের ওপর গণভোট অনুষ্ঠান হলো। এই নির্বাচনে উৎসবমুখর পরিবেশ, দেশের সর্বত্র একটা ঈদের পরিবেশ ছিল, যা আমাদের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।„ প্রধান উপদেষ্টা বলেন, "এই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনে যারা জয়ী হয়েছেন, তাদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। যারা পরাজিত হয়েছেন, তাদেরকেও আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।„ ওই নির্বাচনে বিএনপি ২০৯টি আসন পেয়ে মঙ্গলবার সরকার গঠন করতে যাচ্ছে। সেই হিসাবে আজই অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ কর্মদিবস। এর মধ্যেই কার্যালয়ের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০২.২০২৬ রনি)

বগুড়া-৬ আসন ছেড়ে দিয়েছেন তারেক রহমান

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে দুইটি আসনে বিজয়ী বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বগুড়া - ৬ আসন ছেড়ে দিয়ে ঢাকা-১৭ আসনের সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেবেন। সোমবার নির্বাচন কমিশনে একটি চিঠি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে তা জানিয়েছেন তারেক রহমান। ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ এ সংক্রান্ত চিঠি পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন গণমাধ্যমকে। নির্বাচন কমিশন আইনানুযায়ী, একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ তিনটি আসন থেকে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন। কিন্তু জয়ী হলে শুধুমাত্র একটি আসনের সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিতে পারেন। আইনানুযায়ী, এখন বগুড়া-৬ এর ওই আসনটি শূন্য ঘোষণা করে গেজেট জারি করবে নির্বাচন কমিশন। পরে এ আসনে উপ-

নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা করা হবে। বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান দুইটি আসনে নির্বাচন করে দু'টিতেই বিজয়ী হয়েছেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০২.২০২৬ এলিনা)

নতুন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের জন্য ৩৭টি বাসা প্রস্তুত, প্রধানমন্ত্রী কোথায় থাকবেন?

নতুন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের জন্য ৩৭টি বাসা প্রস্তুত আছে বলে জানিয়েছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান। সোমবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি। তবে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন কোনটা হবে, সেটা এখনো নিশ্চিত করা হয়নি বলে জানিয়েছেন আদিলুর রহমান। মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের জন্য ৩৭টি বাসার কয়েকটিতে এখনো উপদেষ্টারা অবস্থান করছেন। তারা সরে গেলে নতুনদের জন্য আবার প্রস্তুত করা হবে বলে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে। এদিকে, নির্বাচনের আগে থেকেই নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রীর জন্য বাসভবনের অনুসন্ধান শুরু করে অন্তর্বর্তী সরকার। সম্ভাব্য কয়েকটি স্থানও নির্ধারণ করা হয়। যার মধ্যে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনাসহ শের-ই-বাংলা নগরের সংসদ ভবন এলাকার স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের বাসভবন এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এলাকার একটি স্থান প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন হিসেবে প্রস্তুত করার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকার কোনো সিদ্ধান্ত নিতে না পারায় ধারণা করা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনাকেই নতুন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন করা হতে পারে। তবে, এ বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। প্রধানমন্ত্রী যেখানে পছন্দ করবেন, সেখানে তার বাসভবনের ব্যবস্থা করা হবে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা জানিয়েছেন, আগামীকাল মঙ্গলবার নতুন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের শপথ অনুষ্ঠান হতে পারে। তাদের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গাড়ি প্রস্তুত রাখার জন্য সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০২.২০২৬ এলিনা)

মন্ত্রিপরিষদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেলেন নাসিমুল গনি

নতুন মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছেন নাসিমুল গনি। সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চুক্তি ও বৈদেশিক নিয়োগ শাখার এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। সিনিয়র সহকারী সচিব মোহাম্মদ মামুন শিবলীর সই করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ড. নাসিমুল গনিকে মন্ত্রিপরিষদের সচিব হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হলো। জনস্বার্থে এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে। নাসিমুল গনি এতদিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব (চুক্তিভিত্তিক) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পর তাকে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে জন বিভাগের সিনিয়র সচিব পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০২.২০২৬ এলিনা)

সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ পাঠ কে করাবেন, সেটি এখনো নির্ধারিত নয় : সালাহউদ্দিন আহমদ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ পাঠ করানো প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাংবিধানিক এখতিয়ার বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তবে সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ পাঠ কে করাবেন, সেটি এখনো নির্ধারিত নয় বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। মি. আহমদ বলেন, "সাংবিধানিক ম্যান্ডেট, কন্সটিটিউশনাল ম্যান্ডেট হচ্ছে দুইটা। একটা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের, আর হচ্ছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের। জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচন কমিশন কন্সটিটিউশনালি এটার দায়িত্বপ্রাপ্ত। সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ইনশাল্লাহ আগামীকাল সকাল ১০টায়।„ তিনি আরো জানান, সাংবিধানিকভাবে স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার এভেইলেবল না থাকলে বা তারা অপারগ হলে বা তাদের মনোনীত প্রতিনিধি যদি না থাকে, সেই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অপশন হচ্ছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার শপথ পাঠ করাবেন। সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্যদের শপথ পাঠ করানো নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে তিনি জানান, সংবিধান সংশোধনীসহ বেশ কিছু বিষয় নির্ধারিত হওয়ার পরে তা করা যাবে। মি. আহমদ বলেন, "এর বাইরে সংবিধান সংস্কার পরিষদ, এটা যদি কন্সটিটিউশনে ধারণ করা হয়, সেই মর্মে অ্যামেন্ডমেন্ট হয় এবং সেই শপথ পরিচালনার জন্য সংবিধানের দ্বিতীয় তফশিল ফর্ম হয়, কে শপথ পাঠ করাবেন সেটা নির্ধারিত হয়, এতগুলো হয় এর পরে তারপরে হলে হতে পারে।„(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০২.২০২৬ এলিনা)

শপথের পরে সংসদীয় দলের বৈঠক ডেকেছে বিএনপি

জাতীয় সংসদের নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠানের পর, সংসদীয় দলের সভা ডেকেছে বিএনপি। ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী দল বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহ উদ্দিন আহমদ গণমাধ্যমকে এই তথ্য জানিয়েছেন। মঙ্গলবার শপথ অনুষ্ঠান শেষে সকাল সাড়ে ১১টায় সংসদ ভবনেই এই সভা হবে। "সংসদীয় দলের এই সভায় সংসদ নেতা নির্বাচন হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে আমাদের দলের চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন ইনশাল্লাহ,„ বলেন মি. আহমদ। শুক্রবার রাতে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের ২৯৯ আসনের মধ্যে ২৯৭টিতে জয়ীদের গেজেট প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। এই নির্বাচনে ২০৯ আসনে জয়লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বিএনপি। সংবিধান অনুযায়ী, গেজেট প্রকাশের পরবর্তী তিনদিনের মধ্যে নির্বাচিত সদস্যদের শপথ নেওয়ার

বিধান রয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১০টায় সংসদ সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠানের পর, বিকেলে সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় নতুন সরকারের মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠান হবে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০২.২০২৬ এলিনা)

হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ স্থগিত চেম্বার জজ আদালতের, রোজায় স্কুল খোলা থাকছে

রোজায় মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল বন্ধ রাখতে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ স্থগিত করেছে চেম্বার জজ আদালত। এর ফলে, রোজায় স্কুল খোলা রাখার আগের সিদ্ধান্তই বহাল থাকবে। আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব এই আদেশ দিয়েছেন। পুরো রমজান মাসে স্কুল বন্ধ রাখতে হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদনের শুনানি নিয়ে চেম্বার জজ ওই আদেশ স্থগিতের নির্দেশ দিয়েছেন। অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনিক আর হক বিবিসি বাংলাকে বলেন, "রাষ্ট্রপক্ষ নিয়মিত আপিল দায়ের না করা পর্যন্ত রোজায় স্কুল বন্ধ রাখতে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশটি স্থগিত থাকবে বলে আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি আদেশ দিয়েছেন।„ এর ফলে রমজানের মধ্যে স্কুল খোলা রাখায় বাধা থাকছে না। এর আগে, রোববার সরকারি-বেসরকারি, মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল পুরো রমজান মাসে বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ। গত ৫ জানুয়ারি রমজানে স্কুল বন্ধ রাখতে সরকারকে আইনি নোটিশ দেন সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০২.২০২৬ এলিনা)

রমজানে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন সময়সূচি, পুঁজিবাজারে লেনদেনের সময় কমেছে

আসন্ন রমজান মাসে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অফিস সময়সূচিতে পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ (ডিএফআইএম) থেকে ইস্যু করা চিঠিতে বলা হয়েছে, রমজান মাসে রোববার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দেশের সব আর্থিক প্রতিষ্ঠান অফিস চলবে। নতুন সময় অনুযায়ী, অফিস সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলবে। আর শুক্রবার ও শনিবার থাকবে সাপ্তাহিক ছুটি। এর মধ্যে দুপুর ১টা ১৫ মিনিট থেকে ১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত জোহরের নামাজের বিরতি থাকবে। ব্যাংকগুলোয় রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত লেনদেন হবে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত। এদিকে, রমজান মাসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) পিএলসিতে লেনদেন হবে নতুন সময়সূচিতে। সোমবার প্রতিষ্ঠানটির এ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, রমজান মাসে ডিএসইর লেনদেন সকাল ১০টায় শুরু হয়ে দুপুর ১টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত চলবে। পোস্ট ক্লোজিং সেশন থাকবে ১টা ৪০ মিনিট থেকে ১টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত। তবে অফিসিয়াল কার্যক্রম সকাল ৯টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত চলবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। রমজান মাস শেষ হওয়ার পরে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অফিস সময়সূচি, ব্যাংকের আর্থিক লেনদেন এবং ডিএসই-এর লেনদেন আগের অবস্থায় ফিরে আসবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০২.২০২৬ এলিনা)

তারেক রহমানের সাথে নতুন মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সাক্ষাৎ

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন নতুন মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি। সোমবার বিকেলে মি. গনি তার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। বিএনপির একটি সূত্র বিবিসি বাংলাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে, দুপুরে সচিবালয়ে নতুন মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি জানিয়েছিলেন, নতুন মন্ত্রিসভার জন্য প্রস্তুতির বিষয়ে সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন। মানুষের জন্য সকল দায়িত্বই চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে তিনি বলেন, সকালে দুই দফায় সংসদ সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠিত হবে। "একটা তো তারা সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেবেন, তার পরবর্তীকালে এই যে, আমাদের সংস্কার, সেটার জন্য শপথ নেবেন। বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ হবে। সেটারই ব্যবস্থা করার জন্য আমরা এই মুহূর্তে উঠেপড়ে লেগে আছি কেবিনেট ডিভিশন,„ বলেন মি. গনি। মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা নিয়ে করা সাংবাদিকদের প্রশ্নে `কমেন্ট নেই, বলে মন্তব্য করেন মি. গনি। কী প্রক্রিয়ায় মন্ত্রিসভার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে- এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, "আমাদের একটা প্রস্তুতি থাকে, স্ট্যান্ডার্ড যে প্রক্রিয়া, সেটাই হবে।„ চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর অবসর থেকে ফিরিয়ে এনে নাসিমুল গনিকে জ্যেষ্ঠ সচিব পদমর্যাদায় দুই বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছিল তাকে। সেসময় অতিরিক্ত সচিব ছিলেন মি. গনি। এক সময় বিএনপি নেতা ও স্পিকার জমির উদ্দিন সরকারের পিএস ছিলেন তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০২.২০২৬ এলিনা)

সংসদ সদস্য এবং সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ হবে পর্যায়ক্রমে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ এবং সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের গণসংযোগ অধিশাখা-১ এর পরিচালক (উপ-সচিব) মো. এমাদুল হক এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন। এতে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ১০ ঘটিকায় জাতীয় সংসদ ভবনের শপথ কক্ষে পর্যায়ক্রমে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। শপথের আমন্ত্রণপত্র ইস্যু করা হচ্ছে। কোনো কারণবশত নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের কাছে শপথের আমন্ত্রণপত্র না পৌঁছালে, মঙ্গলবার শপথ গ্রহণের দিন সংসদ ভবনের

টানেলের ভেতরের মূল প্রবেশ পথের ফ্রন্ট ডেস্ক থেকে তা সংগ্রহ করতে পারবেন বলে জানিয়েছে সংসদ সচিবালয়। একইসাথে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের এনআইডি সঙ্গে রাখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে সংসদ সচিবালয়।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০২.২০২৬ এলিনা)

জুলাই সনদে স্বাক্ষর করেছে এনসিপি

জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও সদস্য সচিব আখতার হোসেন। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সোমবার সন্ধ্যায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের উপস্থিতিতে তারা সনদে স্বাক্ষর করেছেন। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এ তথ্য জানিয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, "এনসিপি এই সনদে স্বাক্ষর করবে বলেই জাতির বিশ্বাস ছিল, আজকে সেই বিশ্বাস পূর্ণতা পেলো, জুলাই জাতীয় সনদ পূর্ণতা পেলো। এনসিপিকে ধন্যবাদ এই মহতী কাজে অংশগ্রহণের জন্য।„ এই দলিল যেন নতুন বাংলাদেশকে মানবিক বাংলাদেশ হিসেবে গড়তে প্রতি পদে পদক্ষেপ রাখে, তার জন্য প্রতি মুহূর্তে সচেতন থাকতে হবে বলে আহ্বান করেন তিনি। আগামীকাল নতুন সংসদের সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠিত হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, আমাদের দল থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা আগামীকাল শপথ গ্রহণ করবেন। আমরা একইসঙ্গে দুটো শপথ গ্রহণ করতে যাচ্ছি। আমাদের ওপর দেশের মানুষ যে আস্থা রেখেছে, আমরা তা বাস্তবায়ন করবো। "জুলাই সনদে সবার শেষ স্বাক্ষর করলেও, এই সনদ বাস্তবায়নের জন্য আমরা ছিলাম সর্বোচ্চ তৎপর,„ বলেন তিনি। পরে এক ব্রিফিং-এ দলটির সদস্য সচিব আখতার হোসেন জানান, শর্তসাপেক্ষে জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেছে দলটি। "আমরা বলেছি যে, নোট অব ডিসেন্ট ব্যতিরেকে গণভোটের গণরায়ের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সাপেক্ষে জনাব নাহিদ ইসলাম আহ্বায়ক এবং আমি আখতার হোসেন সদস্য সচিব এই জাতীয় সনদে আমরা স্বাক্ষর করলাম,„ বলেন তিনি। জুলাই সনদে স্বাক্ষরের সময়, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ, কমিশনের সদস্য বদিউল আলম মজুমদার ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার উপস্থিত ছিলেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০২.২০২৬ এলিনা)

ইসলামি আন্দোলনের আমিরের সাথে দেখা করেছেন তারেক রহমান

বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলনের আমির সৈয়দ রেজাউল করিমের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। মি. করিম চরমোনাই পীর হিসাবে পরিচিত। তারেক রহমান সন্ধ্যায় সৈয়দ রেজাউল করিমের সিদ্ধেশ্বরীর বাসায় যান তিনি। পরে মি. করিম তাৎক্ষণিক এক ব্রিফিং-এ জানান, দেশ সুন্দরভাবে গড়তে সকলের সাথে ঐক্য ও সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে কাজ করার কথা জানিয়েছেন তারেক রহমান। "রাজনৈতিক হিংসাপরায়ণতা ও পরশ্রীকাতরতা একে অপরের প্রতি না রেখে, আমরা সবাই পরামর্শভিত্তিক দেশ পরিচালনা করতে পারি, এটাই আজকে আমাদের মূল আলোচনা ছিল,„ বলেন মি. করিম। উচ্চকক্ষের বিষয়ে তারেক রহমানের সাথে আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি। "জুলাই সনদের মধ্যে উচ্চকক্ষের ব্যাপারে যে আলোচনা হয়েছে, সেটা আপনারা গুরুত্ব সহকারে দেখবেন। এটা যাতে ব্যাহত না হয়, কারণ ব্যাহত হলে জনগণের মধ্যে আস্থার দিকটা চলে যাবে,„ বলেন মি. করিম। জুলাই সনদের বিষয়টি জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হবে বলে বিএনপির পক্ষ থেকে ইসলামী আন্দোলনকে জানানো হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০২.২০২৬ এলিনা)

মঙ্গলবার সকালে নির্বাচিতদের, বিকেলে নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ

জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় মঙ্গলবার সকাল ১০টায় নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ পাঠ করাবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। বিকেল ৪টায় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। মঙ্গলবার বিকেলে শপথ গ্রহণকারী নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানস্থল ও আশপাশের এলাকায় সার্বিক নিরাপত্তা জোরদার করতে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ জানিয়েছে, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে সংসদ ভবন এলাকার খেজুর বাগান ক্রসিং হতে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ এবং জুলাই স্মৃতি জাদুঘর (গণভবন ক্রসিং) হতে উড়োজাহাজ ক্রসিং পর্যন্ত লেক রোডে যান চলাচল সীমিত করা হবে। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের ফলে সাময়িক অসুবিধার জন্য রোড ডাইভারশনের মাধ্যমে যানবাহনের প্রবাহ সচল রাখার কথা জানিয়েছে পুলিশ। জাতীয় সংসদ সচিবালয় জানিয়েছে, পর্যায়ক্রমে সংসদ সদস্য ও সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ পাঠ করানো হবে। এদিকে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত দল বিএনপির নেতারা আভাস দিয়েছেন, তারা কেবল সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেবেন। সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ নেবেন কিনা, এ বিষয়টি অনেকগুলো সংশোধনীর ওপর নির্ভর করে। বিএনপি জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমান শপথ নেবেন। ১৬ মাস পর নির্বাচিত সরকারের কাছে দায়িত্ব দিতে যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০২.২০২৬ রনি)

'চিকেন্স নেক' আর আসামে মাটির নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ কেন বানাচ্ছে ভারত?

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে বাকি দেশকে সংযুক্ত করে রেখেছে যে সরু ভূখণ্ড, যেটা 'চিকেন্স নেক' বা 'শিলিগুড়ি করিডোর' নামেও পরিচিত, সেখানে মাটির নিচে সুড়ঙ্গ কেটে রেললাইন বসানোর পরিকল্পনা প্রায় চূড়ান্ত করেছে ভারত। অন্যদিকে আসামে, ব্রহ্মপুত্র নদের নিচ দিয়েও সুদীর্ঘ এক সুড়ঙ্গপথের পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে ভারত সরকার। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার তিন মাইল হাট থেকে শিলিগুড়ি শহর হয়ে ১১ কিলোমিটার দূরের রাঙাপাণি পর্যন্ত প্রায় ৩৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে রেললাইন বসানো হবে। উত্তর পূর্ব রেলওয়ের মুখপাত্র কপিঞ্জল কিশোর শর্মা বলছেন, "প্রকল্পটি প্রস্তুত করা হয়েছে, তবে চূড়ান্ত অনুমোদন এখনো আসেনি।„ তবে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ভারতের কেন্দ্রীয় বাজেটের পরে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এই প্রকল্পটির বিষয়ে প্রথম জানিয়েছিলেন। তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে এই প্রকল্পটি চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা। ভূ-কৌশলগতভাবে ভারতের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ এই 'চিকেন্স নেক' বা শিলিগুড়ি করিডোর। এই অংশটি গড়ে মাত্র কুড়ি কিলোমিটার চওড়া। পাশেই বাংলাদেশ। আবার উত্তরের দিকে আছে চীন, পশ্চিমে নেপাল। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র পথ এই 'চিকেন্স নেক করিডোর'। যাত্রী, পণ্য পরিবহণের সঙ্গে সামরিক সরঞ্জাম ও সেনা পরিবহণের ক্ষেত্রেও এই চিকেন্স নেক করিডোরই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, যাত্রী পরিবহণ করা হলেও ভূগর্ভস্থ এই নতুন রেললাইনের সামরিক গুরুত্ব অপরিসীম।

আবার, গত শনিবার, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে এক বৈঠকে অর্থনৈতিক বিষয়সমূহের ক্যাবিনেট কমিটি একটি পরিকল্পনায় অনুমোদন দিয়েছে, যেটিতে আসামে ব্রহ্মপুত্র নদের নিচ দিয়ে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এমন একটি সুড়ঙ্গ পথ বানানো হবে, যেখানে ট্রেন আর গাড়ি দুই-ই চলাচল করতে পারবে।

'অ-দৃশ্যমান রেলপথ'

ভারতের বহু শহরেই এখন ভূগর্ভস্থ রেলপথ বা মেট্রোরেল চলে। কিন্তু সেগুলো শুধুই শহরাঞ্চলের গণপরিবহণ ব্যবস্থা হিসেবে রয়েছে। 'চিকেন্স নেক করিডোর'-এ যে ভূগর্ভস্থ রেলপথ বসবে, সেটা যাবে সম্পূর্ণই গ্রামীণ এলাকার মধ্যে দিয়ে। রেল বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এরকম প্রকল্প ভারতীয় রেল এর আগে নেয়নি, যেখানে তিনটি আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছাকাছি সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ কেটে রেললাইন পাতা হবে। ভারতীয় রেলওয়েজের এই অঞ্চলটি উত্তর-পূর্ব রেলের অধীন। তারাই এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। উত্তর পূর্ব রেলের মুখ জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা বলছিলেন, "উত্তর দিনাজপুরের তিন মাইল হাট থেকে শুরু হয়ে এই রেলপথ শিলিগুড়ির কাছে রাঙ্গাপাণি হয়ে বাগডোগরা পর্যন্ত যাবে। মোট ৩৫.৭৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ভূগর্ভস্থ রেলপথে দুটি পৃথক সুড়ঙ্গ থাকবে।„ ঘটনাচক্রে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি যে তিনটি নতুন সেনা ঘাঁটি বানাচ্ছে, তার মধ্যে দুটি- বিহারের কিশানগঞ্জ এবং পশ্চিমবঙ্গের চোপড়ার খুব কাছাকাছি দিয়েই যাবে প্রস্তাবিত ভূগর্ভস্থ রেলপথটি। তৃতীয় সেনা ঘাঁটিটি হচ্ছে আসামের ধুবড়িতে। এছাড়াও মাটির ওপর দিয়ে যে দুই লাইনের রেলপথ ইতোমধ্যেই আছে, সেটিকে চার লাইনের রেলপথে পরিবর্তিত করা হবে।

কপিলঞ্জল কিশোর শর্মা বলছিলেন, "ভূগর্ভস্থ রেলপথটি এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে, যাতে কৌশলগতভাবে স্পর্শকাতর শিলিগুড়ি করিডোর দিয়ে নিরাপদে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির যোগাযোগ তো ওই প্রায় ২২ কিলোমিটার দীর্ঘ করিডোর দিয়েই।„ 'টানেল বোরিং মেশিন' দিয়ে সমান্তরাল দুটি সুড়ঙ্গ কাটা হবে। সুড়ঙ্গ তৈরি করতে যেমন ব্যবহৃত হবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, তেমনই থাকবে অত্যাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থাও। "নেপাল, ভুটান আর বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে এই করিডোরের খুব কাছে। আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নিরাপত্তা সংক্রান্ত বাধা বিপত্তিও থাকে, সেদিক থেকে মাটির নিচ দিয়ে এই রেলপথ অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। সুরক্ষিত এবং অ-দৃশ্যমান এই পথ দিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে সেনা, সামরিক সরঞ্জাম আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো যাবে। আবার এই রেললাইনের কাছেই বাগডোগরা বিমান ঘাঁটি ও ব্যাঙডুবিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৩৩ কোরের সেনা ছাউনি অবস্থিত, তাই রেল-বিমান সংযোগেও সহায়তা করবে এই রেলপথ,„ বলছিলেন মি. শর্মা। তার কথায়, "প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছে আনুমানিক ১২ হাজার কোটি ভারতীয় টাকা। তবে চূড়ান্ত অনুমোদন পেলে বোঝা যাবে ঠিক কত অর্থ দেওয়া হলো প্রকল্পটির জন্য। আমরা আশা করছি, চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়ে যাবে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রকল্পটি।„

কেন গুরুত্ব সামরিক পরিবহণের ওপরে?

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের মুখপাত্র কপিঞ্জল কিশোর শর্মা বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন যে, নতুন ভূগর্ভস্থ রেলপথ দিয়ে শুধুই সামরিক সরঞ্জাম বা সেনা সদস্যরা যাতায়াত করবেন না, সাধারণ যাত্রী ট্রেনও যাবে এই পথ দিয়ে। তবে একইসঙ্গে তিনি বারবার গুরুত্ব দিচ্ছিলেন সেনা সদস্য ও সামরিক সরঞ্জাম পরিবহণে এই ভূগর্ভস্থ রেলপথের কৌশলগত দিক থেকে কত গুরুত্ব, তার ওপরে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'চিকেন্স নেক করিডোর' সবসময়েই ভারতের কাছে সামরিকভাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার প্রবীর সান্যাল বলছিলেন, "আমি

যখন সত্তরের দশকের শেষ দিকে সিকিমে পোস্টেড ছিলাম, তখন আমাদের আকস্মিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি হিসেবে পরিকল্পনা করা থাকত যে, চীন যদি ভুটান হয়ে আমাদের শিলিগুড়ি করিডোর বা চিকেন্স নেকে আক্রমণ চালায়, তাহলে আমরা কী করব! এখন তো আবার মাঝে মাঝে বাংলাদেশের কারা সব হাস্যকর হুমকি দেয় শুনি যে, তারা নাকি চিকেন্স নেক দখল করে নেবে! "তবে আমাদের সতর্ক তো থাকতেই হবে। এখন যে পরিকল্পনা করা হচ্ছে ভূগর্ভস্থ রেলপথের, সেটা অনেক আগে, অন্তত ২০ বছর আগেই করা উচিত ছিল। ওই অঞ্চল মাটির নিচে সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে সেনা সদস্যদের আর সামরিক সরঞ্জাম পরিবহণের সুবিধাটা হবে, যে-কোনো ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হলেও, এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না শত্রু দেশ- এতটাই মোটা কংক্রিট দিয়ে বানানো হবে সুড়ঙ্গ,„ বলছিলেন ব্রিগেডিয়ার সান্যাল।

কৌশলগত বিষয়ের বিশ্লেষক প্রতীম রঞ্জন বসু বলছিলেন, "এখন ভারত যে-কোনো অবকাঠামোগত পরিকল্পনাই করছে, সেসময়ে মাথায় রাখা হচ্ছে সামরিক পরিবহণের ওপরে। যত টানেল হচ্ছে ভারতে, সব ক্ষেত্রেই এমনভাবে পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে, যাতে সৈন্য বাহিনী অন্তত ৩০ দিন ওই সব সুড়ঙ্গে ভেতরে অবস্থান করতে পারে, আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। "চিকেন্স নেক অঞ্চল দিয়েই আবার বিদ্যুৎ, পরিবহণের লাইন, ইন্টারনেট কেবল, তেল আর গ্যাসের পাইপলাইন গেছে। তাই চাইলেই মাটির ওপর দিয়ে নতুন রেলপথ তৈরি করা কঠিন। আবার এটা জনবহুল অঞ্চলও।„ "অন্যদিকে ভূগর্ভস্থ রেলপথ গড়া হলে তা এতটাই সুরক্ষিত থাকবে, মোটা কংক্রিট দিয়ে ঢালাই করা হবে যে, মাটির ওপরে কোনো ধরনের বাধা তৈরি বা আক্রমণ হলেও, মাটির নিচে নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াত চালু থাকবে। যাত্রী পরিবহণকারী ট্রেন চললেও, চিকেন্স নেক করিডোর সামরিক দিক থেকেই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ,„ বলছিলেন মি. বসু।

ব্রহ্মপুত্রের নিচেও সুড়ঙ্গ

ভারতের অর্থনৈতিক বিষয়সমূহের ক্যাবিনেট কমিটি ১৪ ফেব্রুয়ারি এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আসামে, ব্রহ্মপুত্র নদের নিচ দিয়ে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ, চার লেনের দুটি সমান্তরাল সুড়ঙ্গ তৈরি করা হবে। এই দুটি সমান্তরাল সুড়ঙ্গের একটি দিয়ে ট্রেন চলবে, অন্যটি থাকবে গাড়ি চলাচলের জন্য। ট্রেন পথে, গোহপুর, অন্যদিকে নুমালিগড় যুক্ত হবে। সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, বর্তমানে নুমালিগড় আর গোহপুরের মধ্যে ২৪০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে প্রায় ছয় ঘণ্টা সময় লাগে। এই সমস্যার সমাধান করতে "প্রস্তাবিত প্রকল্প অনুযায়ী গোহপুর থেকে নুমালিগড়ের মধ্যে চার লেনের একটি নিয়ন্ত্রিত সংযোগ ব্যবস্থা„ গড়া হবে, যেখানে ব্রহ্মপুত্র নদের নিচ দিয়ে রেল এবং সড়ক সুড়ঙ্গও থাকবে। "এটিই হবে ভারতের প্রথম ভূগর্ভস্থ রেল ও সড়ক সুড়ঙ্গ,„ বলা হয়েছে ওই বিবৃতিতে। বিশ্বে আর একটি এরকম 'রেল-সড়ক সুড়ঙ্গ' আছে। এই প্রকল্পের মোট দৈর্ঘ্য ৩৩.৭ কিলোমিটার, আর তার মধ্যে ১৫.৭৯ কিলোমিটার সুড়ঙ্গ তৈরি হবে ব্রহ্মপুত্রের নিচ দিয়ে। বলা হচ্ছে, প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হলে কৌশলগত এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এই সড়ক-সুড়ঙ্গ। অন্তর্দেশীয় জলপথের বিশ্বনাথ ঘাট আর তেজপুরকেও সংযুক্ত করবে নতুন এই সড়ক। আবার একদিকে আসামের তেজপুর ও অরুণাচল প্রদেশের ইটানগর বিমানবন্দরগুলির সঙ্গেও সংযোগ থাকবে এই নতুন সংযোগ ব্যবস্থায়। তেজপুরের ভারতীয় বিমান বাহিনীর ঘাঁটিটি চীন সীমান্তে রণকৌশলের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিমান ঘাঁটিতে ভারতের সুকোই যুদ্ধবিমানের একটি বহর রয়েছে। এবছরের জানুয়ারি মাসে বিমান ঘাঁটিটি আরও প্রশস্ত করার জন্য প্রায় ৩৮৩ একর জমি অধিগ্রহণ করার বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে সরকার। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

জাল ভোট, বুথ দখলসহ নির্বাচনে যে-সব অনিয়ম পেয়েছে টিআইবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অন্তত চল্লিশ শতাংশ আসনে একাধিক অনিয়মের চিত্র দেখা গেছে বলে জানিয়েছে দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। টিআইবি সোমবার দুপুরে এ নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ও হলফনামাভিত্তিক পর্যবেক্ষণ' শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৭০টি আসনে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে অনিয়মের চিত্র দেখতে পেয়েছে টিআইবি। অর্থাৎ, যে চল্লিশ শতাংশ আসনে অনিয়মের কথা বলা হচ্ছে, সেগুলো মোট তিনশত আসনের চল্লিশ শতাংশ নয়, বরং ৭০টি আসনের মধ্যে চল্লিশ শতাংশ। তবে প্রশ্নোত্তর পর্বে নির্বাচনে 'ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং' হয়েছে এমন দাবি সামগ্রিকভাবে নাকচ করেছেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। প্রতিবেদনে বলা হয়, আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ না নিলেও 'ফ্যাক্ট যেটা বলছে যে, এটি গ্রহণযোগ্য মাত্রায় সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয়েছে।

সত্তরটি আসনে কী অনিয়ম পেয়েছে টিআইবি?

টিআইবি ৭০টি আসনে যে-সব অনিয়ম দেখতে পেয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনিয়ম ঘটেছে ভোটারদের হুমকি দিয়ে তাড়ানো বা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়া। টিআইবি বলছে, তাদের পর্যবেক্ষণ করা ৭০টি আসনের মধ্যে

৪৬.৪ শতাংশ আসনেই এমন অভিযোগ পাওয়া গেছে। ৭০ আসনের ভোট পর্যবেক্ষণে আরও যে-সব অনিয়মের ঘটনা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে :

১. ভোটারদের জোর করে 'নির্দিষ্ট মার্কায়' ভোট দিতে বাধ্য করা হয়েছে ৩৫.৭ শতাংশ আসনে।

২. জাল ভোট দেওয়া হয়েছে ২১.৪ শতাংশ আসনে।

৩. বুথ দখলের ঘটনা ১৪.৩ শতাংশ আসনে।

৪. প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে ঢুকতে না দেওয়া ১৪.৩ শতাংশ।

৫. ভোটগ্রহণের আগেই ব্যালটে সিল মারার ঘটনাও একই হারে ঘটেছে অর্থাৎ ১৪.৩ শতাংশ আসনে।

৬. রিটার্নিং অফিসারসহ নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পক্ষপাতমূলক কার্যক্রম পাওয়া গেছে ১০.৩ শতাংশ আসনে।

৭. ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিকদের বাধা প্রদানের ঘটনা ৭.১ শতাংশ আসনে।

৮. ভোট গণনায় জালিয়াতির অভিযোগ ৭.১ শতাংশ আসনে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণে টিআইবি বলেছে, "শুরুতে তুলনামূলক সুস্থ প্রতিযোগিতার লক্ষণ দেখা গেলেও, ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীরা নির্বাচনি কার্যক্রমের পুরাতন রাজনৈতিক চর্চা বজায় রেখেছেন।„ "ফলে নির্বাচনে দল ও জোটের মধ্যে আন্তঃদলীয় কোন্দল, ক্ষমতার জন্য অসুস্থ প্রতিযোগিতা এবং সহিংসতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে, যা নির্বাচন-পরবর্তী সময়েও অব্যাহত।„

ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং হয়েছে?

বিভিন্ন অনিয়মের ঘটনা ঘটলেও, সামগ্রিকভাবে পুরো নির্বাচনে 'ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং' হওয়ার অভিযোগ আবার নাকচ করেছেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেন, "আমাদের বিবেচনায় আমরা কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং পাইনি। নির্বাচন তুলনামূলক সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও প্রতিযোগিতামূলক হয়েছে।„ তবে প্রতিবেদনে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অভিযোগ এসেছে এমন মন্তব্য করা হয়। এক্ষেত্রে ১১ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে 'ভোট গণনায় অনিয়মসহ' দশ শতাংশ পর্যন্ত কারচুপির যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, সেটা উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, ওই জোটের পক্ষ থেকে ৩২টি আসনে ভোট পুনরায় গণনার দাবি তোলা হয়েছে।

নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হলো?

এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ নেয়নি। ফলে নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হলো কিনা প্রশ্নোত্তরপর্বে এমন প্রশ্ন করা হয়। জবাবে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হয়েছে। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের অনেকেই ভোট দিয়েছেন। "তৃণমূল পর্যায়ে অনেক জায়গায় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা `জয় বাংলা, স্লোগান দিয়ে ধানের শীষ বা দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিতে বলেছিলেন। তারা ভোট দিয়েছেন। আওয়ামী লীগের শতভাগ নেতা-কর্মী ভোট দেননি, এটা বলার সুযোগ নেই।„ মি. জামান বলেন, আওয়ামী লীগ নির্বাচন প্রতিহত করার ঘোষণা দিলেও, 'তাদের কর্মী-সমর্থকরা ভোটার হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন'। যদিও 'দলের একটি অংশ ভোট বর্জন করেছে'- যা সাধারণ ভোটারদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। 'এখানে ফ্যাক্ট যেটা বলছে যে, এটি গ্রহণযোগ্য মাত্রায় সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয়েছে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

'হ্যাঁ' জয়ী হলেও ভিন্নমত থাকায় জুলাই সনদের যে বিষয় বাস্তবায়ন হবে না

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গত ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনেই অনুষ্ঠিত হয়েছে গণভোট। এই গণভোটে ১২ কোটি ৭৭ লাখ ভোটারের মধ্যে ভোট দিয়েছে ৭ কোটি ৭৬ লাখ ৯৫ হাজার ভোটার। ৬২ শতাংশের বেশি ভোটার 'হ্যাঁ' ভোট দেওয়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পথ খুলেছে। জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ অনুযায়ী, নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা একইসঙ্গে সংবিধান সংস্কার পরিষদের দায়িত্ব পালন করবেন। জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে ১৮০ কার্যদিবসের মধ্যে জুলাই জাতীয় সনদে বর্ণিত সংবিধান সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলো অনুযায়ী সংস্কার আনবেন তারা। সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে দফায় দফায় রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে বৈঠকের পর গণভোটে মোট ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে ৪৭টি প্রস্তাবনা ছিল সাংবিধানিক। বেশ কয়েকটি সাংবিধানিক সংস্কার প্রস্তাবনায় বিএনপিসহ অন্যান্য দলের নোট অব ডিসেন্ট বা আপত্তি ছিল। সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনের ঘোষিত ফলাফলে দেখা গেছে, দুই তৃতীয়াংশের বেশি আসনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে বিএনপি। ফলে জুলাই সনদের যে-সব বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট নেই, সে সব প্রশ্নে সংস্কারগুলো নিয়ে তেমন কোন সংকট দেখছেন না সংবিধান বিশ্লেষকরা। তবে, দুইকক্ষ বিশিষ্ট সংসদের উচ্চকক্ষের গঠন নিয়ে এরই মধ্যে আলোচনা তৈরি হয়েছে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে।

কেননা, বিএনপি তাদের ইশতেহারে সংসদের আসন সংখ্যার ভিত্তিতে উচ্চকক্ষ গঠন করার কথা বলেছে। এর বিপরীতে গণভোটের প্রশ্নে সরাসরি সংসদের উচ্চকক্ষের গঠনের কথা বলা হয়েছে আনুপাতিক হারে। প্রধান উপদেষ্টার

বিশেষ সহকারী মনির হায়দার বিবিসি বাংলাকে বলেন, "বিএনপি যে ইশতেহার দিয়েছে, সেটি কোনো ভোটের মাধ্যমে সরাসরি জনগণের সামনে হাজির করা হয়নি। কিন্তু সংসদের উচ্চকক্ষ আনুপাতিক ভোটের হারে গঠনের বিষয়টিতে সরাসরি মানুষ ভোট দিয়েছে।„ এছাড়াও জুলাই সনদের বেশকিছু সাংবিধানিক সংস্কার প্রস্তাবে বিএনপির নোট অব ডিসেন্ট থাকায় গণভোটের `হ্যাঁ', জয়লাভ করার পরও সেগুলো বাস্তবায়ন হবে না বলেও মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

গণভোটে খুলেছে সংস্কারের পথ

১২ ফেব্রুয়ারির সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ৭ কোটি ৭৬ লাখ ৯৫ হাজার ভোটার ভোট দিয়েছেন। এর মধ্যে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোট দিয়েছেন ৪ কোটি ৮০ লাখ ৭৪ হাজার ৪২৯ জন, আর এর বিপরীতে 'না' ভোট দিয়েছেন ২ কোটি ২৫ লাখ ৬৫ হাজার ৬২৭ জন। অর্থাৎ, প্রদত্ত ভোটের ৬০ শতাংশের বেশি 'হ্যাঁ'-এর পক্ষে ভোট দেওয়ায়, জুলাই সনদ বাস্তবায়নে নিয়ে যে সংকট ছিল, সেটি কেটে গেছে। মূলত, সংবিধান সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলোর বাস্তবায়নে তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথমত, আইনি ভিত্তি দিতে আদেশ জারি। গত ১৩ নভেম্বর জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ জারি করেন রাষ্ট্রপতি। বাস্তবায়নের দ্বিতীয় স্তরে বলা হয়েছে, গণভোটের কথা। এই গণভোট হয়েছে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ এবং জুলাই জাতীয় সনদের সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে। জুলাই সনদ স্বাক্ষরের পর এর বাস্তবায়ন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নানা বিরোধ তৈরি হয়। সেই বিরোধ রাজপথ পর্যন্ত গড়ায়। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দাবির মুখে সনদ বাস্তবায়নে গণভোটের সিদ্ধান্তের কথা জানান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

১২ ফেব্রুয়ারির গণভোটে 'হ্যাঁ' জয়ী হওয়ায় এখন সংস্কার বাস্তবায়নের তৃতীয় স্তর শুরু হবে। আগামী মঙ্গলবার নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ নেওয়ার কথা রয়েছে। এক্ষেত্রে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন করা হবে। সংসদ সদস্যরা একইসঙ্গে সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সংস্কার পরিষদ প্রথম অধিবেশন শুরুর তারিখ থেকে ১৮০ কার্যদিবসের মধ্যে জুলাই জাতীয় সনদ ও গণভোটের ফলাফল অনুসারে সংস্কার সম্পন্ন করবে। শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, সংসদ সদস্যরা দুটি শপথ গ্রহণ করবেন একটি জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে এবং অন্যটি সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে। এই পরিষদের মেয়াদ হবে ১৮০ দিন।

সংবিধানে কী কী পরিবর্তন আসবে?

জুলাই সনদের ৪৭টি সাংবিধানিক সংস্কার প্রস্তাবের মধ্যে বেশ কিছু প্রস্তাবে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য হয়েছে। গণভোটের 'হ্যাঁ' জয়ের ফলে যে সংস্কার প্রস্তাবগুলোর বাস্তবায়নের পথ খুলেছে, তারমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রস্তাব হলো প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র ক্ষমতা কিছুটা কমার পাশাপাশি রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কিছু ক্ষেত্রে বাড়বে। এছাড়া, সাংবিধানিক পদে নিয়োগ হবে ক্ষমতাসীন দল, বিরোধী দল ও ক্ষেত্রবিশেষে বিচার বিভাগের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে। বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী, প্রায় সব নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত। প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতির নিয়োগ ছাড়া রাষ্ট্রপতিকে অন্য যে-কোনো কাজ করতে হয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী। এ ছাড়া, কোনো বিষয়ে সংসদে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের স্বাধীনতার আওতা বাড়বে। সব মিলিয়ে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরির সম্ভাবনা বাড়বে। এ বিষয়গুলোতে বিএনপির আপত্তি নেই। জুলাই সনদে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি জীবনে সর্বোচ্চ ১০ বছর প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতে পারবেন। এই প্রস্তাবে প্রথমে আপত্তি থাকলেও, শেষ পর্যন্ত রাজি হয় বিএনপি। যে কারণে বিএনপি নির্বাচনের আগে তাদের ইশতেহারে বিষয়টি স্পষ্টও করেছে। বিএনপির ইশতেহারেও বলা হয়েছে, একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী পদে যত মেয়াদই হোক, তিনি সর্বোচ্চ দশ বছরের বেশি অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না। এ ছাড়া, প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন ব্যক্তি একইসঙ্গে দলীয় প্রধানের পদে থাকবেন না, এমন বিধানও প্রস্তাব করা হয়েছে জুলাই সনদে। তবে এই প্রস্তাব নিয়ে বিএনপির ভিন্নমত ছিল। যে কারণে তারা সেই বিষয়টি ইশতেহারেও যুক্ত করেছে। ফলে দলীয় প্রধান আর প্রধানমন্ত্রী একই পদে থাকা নিয়ে জুলাই সনদে সংস্কার প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

আইনজীবী জাহেদ ইকবাল বিবিসি বাংলাকে বলেন, "সংস্কার বাস্তবায়ন আদেশেই বলা হয়েছে যে, রাজনৈতিক দল বিজয় লাভ করবে তার ইশতেহার অনুযায়ী সুবিধামতো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। যে কারণে বিএনপির যেগুলোতে নোট অব ডিসেন্ট ছিল, সেগুলো তারা বাস্তবায়নে বাধ্য নয়। সেগুলো তারা ইশতেহারেও উল্লেখ করেছে।„ এখন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতিকে কাজ করতে হয়। তবে জুলাই সনদের প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন, প্রেস কাউন্সিল, আইন কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ও অ্যানার্জি রেগুলেটরি কমিশনে কারও পরামর্শ বা সুপারিশ ছাড়াই নিজ এখতিয়ারে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিতে পারবেন। বিএনপি তাদের ইশতেহারে উল্লেখ করেছে, সংবিধানে একজন উপ-রাষ্ট্রপতির পদও সৃষ্টি করা হবে। তিনি রাষ্ট্রপতির মতোই নির্বাচিত হবেন। যদিও সেটি জুলাই

সনদে নেই। যেহেতু বিএনপি দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে, সংশোধনের পর নতুন সংবিধানে যুক্ত হতে পারে বিষয়টি।

উচ্চকক্ষের গঠন নিয়ে নানা প্রশ্ন

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে সরকার গণভোটের ব্যালটে চারটি বিষয় যুক্ত করেছে। কিন্তু চারটি প্রশ্ন থাকলেও সেখানে 'হ্যাঁ' অথবা 'না' একটিতে ভোট দিতে হয়েছে ভোটারদের। যে কারণে শুরু থেকেই এটি নিয়ে নানা ধোঁয়াশা ছিল। গণভোটের ওই চারটি প্রশ্নের 'খ' প্রস্তাবে আনুপাতিক উচ্চকক্ষের বিষয়টি সরাসরি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেখানে বলা হয়, 'আগামী সংসদ হবে দুই কক্ষ বিশিষ্ট। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হবে এবং সংবিধান সংশোধন করতে হলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন দরকার হবে। পরের প্রশ্নে আবার বলা হয়েছে, সংসদে নারীর প্রতিনিধি বৃদ্ধি, বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার ও সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমিতকরণ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি, মৌলিক অধিকার সম্প্রসারণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে যে ৩০টি প্রস্তাবে জুলাই জাতীয় সনদে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য হয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নে আগামী নির্বাচনে বিজয়ী দলগুলো বাধ্য থাকবে। সর্বশেষ প্রশ্নে বলা হয়েছে, জুলাই সনদে বর্ণিত অন্যান্য সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি বা ইশতেহার অনুসারে বাস্তবায়ন করা হবে। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেছে, বিএনপি এককভাবে ২৯০ আসনে নির্বাচনে অংশ নিয়ে ৪৯.৯৭ শতাংশ, জামায়াত এককভাবে ২২৭ আসনে নির্বাচন করে ৩১.৭৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে। তবে জোটবদ্ধ ভোটের হিসেবে, বিএনপি ৫১ শতাংশের বেশি ও জামায়াত-এনসিপি জোট ৩৮ দশমিক ৫১ শতাংশ ভোট পেয়েছে। আবার আসন সংখ্যার হিসেবে বিএনপি জোট ২১২টি এবং জামায়াত- এনসিপি জোট জিতেছে ৭৭টি আসন।

এখন আসন সংখ্যার হিসেবে যদি জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষ গঠন করা হয়, তাহলে বিএনপি জোট ১০০টির মধ্যে ৭০টি, জামায়াতে ইসলামী অন্তত ২৬টি, এনসিপি ২টি আসন পেতে পারে। এর বিপরীতে ভোটের আনুপাতিক হারের বিবেচনায় উচ্চকক্ষ গঠন হলে বিএনপি জোটের আসন কমে হবে ৫২ থেকে ৫৩টি, আর জামায়াত জোটের অন্তত ৩৮টি। জুলাই সনদে ভোটের আনুপাতিক হারে উচ্চকক্ষের আসন বণ্টন নিয়ে বলা হলেও এ নিয়ে আপত্তি ছিল। এর বিপরীতে বিএনপি তাদের ইশতেহারে বলেছে, তারা ক্ষমতায় গেলে উচ্চকক্ষ গঠন করবে আসন সংখ্যার ভিত্তিতে। এই প্রশ্ন নিয়ে নির্বাচনের দিন থেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা আলোচনা তৈরি হয়েছে। তবে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার বিবিসি বাংলাকে বলেন, গণভোটের ব্যালটে চারটি ক্যাটাগরি ছিল। সেখানে উচ্চকক্ষের গঠন যে ভোটের আনুপাতিক হারে হবে, সেটার ওপর সরাসরি ভোট হয়েছে। এছাড়া, নির্বাচনকালীন সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা হবে। মি. হায়দার বলছেন, "উচ্চকক্ষ বিষয়ে ব্যালটে সরাসরি ভোটাররা ভোট দিয়েছেন। আর বিএনপির ইশতেহার গণভোটে পাশ হয়নি।„ তিনি প্রশ্ন রাখেন, "গণভোটের ব্যালটে উপস্থাপিত একটা ইস্যু ডাইরেক্টলি (প্রত্যক্ষভাবে) অ্যাপ্রুভ হইছে, আরেক ইস্যু ইনডাইরেক্টলি (পরোক্ষভাবে) ঘোষণা হয়েছে দলের পক্ষ থেকে, তাহলে কোনটা প্রাধান্য পাবে?„ তবে, এটি নিয়ে যে পরবর্তী আলোচনা বির্তক চলবে, সেটি একবাক্যে বলেছে অন্তর্বর্তী সরকার ও সংবিধান বিশ্লেষকদের অনেকেই। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

রমজানে স্কুল-কলেজের ছুটি শুরু হচ্ছে কবে থেকে?

প্রথমে রমজান মাসের শুরু থেকে মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল বন্ধ রাখতে হাইকোর্টের নির্দেশ, এরপর চেম্বার জজ আদালতের হাইকোর্টের দেওয়া সেই আদেশ স্থগিত করার পর রমজান মাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার বিষয়টি এখন আলোচনা তৈরি হয়েছে। হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ রোববার রমজানের শুরু থেকেই স্কুল বন্ধ রাখার আদেশ দিলেও, সোমবার সেটি স্থগিত করে দিয়েছেন চেম্বার জজ আদালত। এর ফলে আগে থেকেই মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলের ছুটির যে সিদ্ধান্ত ছিল, সেটিই বহাল থাকছে। তবে প্রশ্ন উঠেছে যে, প্রাথমিক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে কী হবে? তাদের ছুটি কবে থেকে শুরু হবে এবং তারা এবার কতদিন ছুটি পাবে?

ছুটি নিয়ে আদালতের আদেশ, পাল্টা আদেশ

চলতি শিক্ষাবর্ষে রমজান উপলক্ষ্যে মাদ্রাসাগুলোয় ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে, অর্থাৎ রমজান শুরুর আগে থেকে ছুটি শুরু হলেও মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলগুলোতে এবার ১৫ রমজান অর্থাৎ, আগামী ৭ মার্চ পর্যন্ত নিয়মিত ক্লাস চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এটি বৈষম্যমূলক দাবি করে রমজানের শুরু থেকেই শিক্ষার্থীদের ছুটি নিশ্চিত করতে জনস্বার্থে হাইকোর্টে রিট আবেদন করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ইলিয়াছ আলী মণ্ডল। গত রোববার বিচারপতি ফাহমিদা ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের হাইকোর্ট বেঞ্চ একটি রিট আবেদনের শুনানিতে রোজায় সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল বন্ধ রাখার আদেশ দেন। এরপরই এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা শুরু হয়। হাইকোর্টের দেওয়া সেই আদেশের ফলে পুরো পুরো রমজান মাসে সব মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল ৮ মার্চের পরিবর্তে ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকেই বন্ধ থাকার কথা ছিল। তবে এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ চেম্বার জজ আদালতে

আবেদন করলে হাইকোর্টের সেই আদেশটি সোমবার স্থগিত করে দেওয়া হয়। এর ফলে ছুটি নিয়ে আগের সিদ্ধান্তই বহাল থাকছে।

অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনিক আর হক বিবিসি বাংলাকে বলেন, "রাষ্ট্রপক্ষ নিয়মিত আপিল দায়ের না করা পর্যন্ত রোজায় স্কুল বন্ধ রাখতে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশটি স্থগিত থাকবে বলে আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি আদেশ দিয়েছেন।" এর ফলে রমজানের মধ্যে স্কুল খোলা রাখায় বাধা থাকছে না।

যে যুক্তিতে বিষয়টি আদালতে গড়ায়

রিটের মূল বিষয় ছিল মূলত এটিই যে একই স্তরের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে আলাদা সিদ্ধান্ত কেন। রিট আবেদনে বলা হয়েছে, সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ২০২৬ সালের শিক্ষাবর্ষের ছুটির তালিকা ও শিক্ষাপঞ্জিতে রমজান মাসের প্রথম ১৮ (আঠারো) দিন মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় খোলা রাখার কথা বলা হয়েছে। অথচ মাদ্রাসাগুলোতে পুরো রমজান মাসে ছুটি রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ওই আইনজীবীর বক্তব্য, "একই সরকারের একই মন্ত্রণালয়ে দুই ধরনের সিদ্ধান্ত, এটা বৈষম্য। আইন সবার জন্য সমান। তাই জনস্বার্থে এটিকে চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদন করেছি।" তিনি রিট আবেদনের সময় গণমাধ্যমে বলেন, রমজানে রোজা রেখে ক্লাসে অংশগ্রহণ করাটা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলসমূহের কোমলমতি শিশু-কিশোরদের জন্য কষ্টকর হয়ে যাবে। এতে রোজা রাখার অভ্যাস থেকে শিশুরা দূরে যাবে, যা ধর্মীয় আচার চর্চার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এছাড়া, রোজায় স্কুল চালু রাখলে শহরগুলোতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় এবং নগরবাসীকে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হয় বলে মনে করেন এই আইনজীবী।

কাদের জন্য কতদিন ছুটি?

হাইকোর্টের দেওয়া আদেশে সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের কথা বলা হয়েছিল, সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ রাখার কোনো নির্দেশনা ছিল না। কলেজ, বিশেষ করে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যাপারেও কিছু বলা নেই। এ বিষয়ে জানতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একাধিক কর্মকর্তার সাথে কথা বলেছে বিবিসি বাংলা।

নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্কুল

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমিক উইং-এর সহকারী পরিচালক এস.এম জিয়াউল হায়দার হেনরী বলেন, মাধ্যমিক পর্যায়ের সব সরকারি-বেসরকারি স্কুলের জন্য রমজানের ছুটি আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল এবং সেই ছুটির বিরুদ্ধেই রিট দায়ের করেন ওই আইনজীবী। চেম্বার জজ আদালতের আদেশের আগে তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেছিলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় যদি ছুটি এগিয়ে নিয়ে আসে, তাহলে সেই নতুন আদেশ মাধ্যমিক পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি সব স্কুলের জন্যই প্রযোজ্য হবে। কিন্তু এখন যেহেতু আপিল বিভাগ পাল্টা আদেশ দিয়েছে, তাই আপাতত মাধ্যমিক পর্যায়ের সব সরকারি-বেসরকারি স্কুলের জন্য রমজানের ছুটি ৮ মার্চ থেকেই শুরু হওয়ার কথা। অর্থাৎ, এর আগে পুরোটা সময় স্কুল খোলাই থাকবে।

সরকারি-বেসরকারি কলেজ

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের কলেজ ও প্রশাসন উইং-এর উপ-পরিচালক অধ্যাপক মো. নূরুল হক সিকদার বলেন, বাংলাদেশে কলেজ বলতে একাদশ থেকে মাস্টার্স পর্যন্তই ধরা হয়। সেক্ষেত্রে কলেজগুলোতে রোজার ছুটির জন্য গত বছরের ডিসেম্বরে একটি প্রজ্ঞাপন হয়। সেই প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, দেশের সকল সরকারি বেসরকারি কলেজ ২০২৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে, বলছিলেন তিনি। কলেজে ছুটির বিষয়টি আগে থেকেই নির্ধারিত জানিয়ে তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে এই ছুটির কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় তার নিজস্ব আইনে চলে।

প্রাথমিক স্কুল

প্রাথমিক স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে কী হবে, জানতে যোগাযোগ করা হয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পলিসি অ্যান্ড অপারেশন বিভাগের উপ-পরিচালক মো. হোসেন আলীর সাথে। তিনি জানান, প্রাথমিক স্কুলের রমজানের ছুটি বিষয়টি বাৎসরিক ছুটির ক্যালেন্ডারেই আছে। ছুটির তালিকা অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ৮ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত রোজা, ঈদসহ কয়েকটি ছুটির কথা উল্লেখ আছে। হোসেন আলী বলছিলেন, "রমজানের ছুটি আগে থেকেই নির্ধারিত। শুধুমাত্র প্রাইমারি সেকশনে। কিন্ডারগার্টেন, কেজি স্কুল... ওরা ওদের নিয়মে চলে। আমাদের নিয়ম ওরা পুরোপুরি মানে না। ওরা কিছুটা স্বতন্ত্র। ওরা রমজানে ক্লাস করবে কি করবে না, তা আমরা নিয়ন্ত্রণ করি না।"

ইংলিশ মিডিয়ামের স্কুলগুলোর ছুটি কবে?

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে রমজানের ছুটি কবে থেকে শুরু হবে, জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমিক উইং-এর সহকারী পরিচালক এস.এম জিয়াউল হায়দার হেনরী বলেন, "ছুটির প্রজ্ঞাপন মন্ত্রণালয় করেছে। মন্ত্রণালয়ের ভাষাটা হলো 'সরকারি/বেসরকারি মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়'। বাকিটা আমি বলতে

পারবো না।„ এ বিষয়টি জানতে যোগাযোগ করা হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন সচিব নাম উল্লেখ না করার শর্তে বলেন যে, মাধ্যমিক পর্যায়ের যে-সব স্কুল আছে, সেগুলোর কোনো কোনোটি শুধু হয় ক্লাস থ্রি থেকে, কোনো কোনোটি শুরু হয় আবার ক্লাস সিক্স থেকে। যে ক্লাস থেকেই শুরু হোক, ছুটির এই নিয়ম এই সবার জন্য প্রযোজ্য। "প্রাইমারিতে কী হবে, তা তাদের বিষয়। কারণ তাদের আলাদা মন্ত্রণালয়। আমরা আবার আলাদা মন্ত্রণালয়। আমাদের ক্ষেত্রে ছুটি নিয়ে কোর্টের আদেশকে হয়ত মানতে হবে। কিন্তু ইংলিশ মিডিয়ামগুলো আবার আমাদের আওতাধীন না, তারা অন্য কারিকুলাম ফলো করে।„ ঢাকার কয়েকটি ইংলিশ মিডিয়ামের ছুটির ক্যালেন্ডার থেকে জানা যাচ্ছে, বেশিরভাগ স্কুলের রমজানের মাঝামাঝি পর্যন্ত ক্লাস চালু রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

এই নির্বাচন থেকে কী পেল জামায়াতে ইসলামী

বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর কাছে অনেক কম আসন পেলেও, প্রথমবারের মতো সংসদের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে জামায়াতে ইসলামী। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া ও যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে শীর্ষ নেতাদের বিচার হওয়া দলটি সব সময়ই আলোচিত হয়ে এসেছে। এই নির্বাচনে এসে ভোট ও সংসদের আসন সংখ্যার ক্ষেত্রে দলটি নিজের আগের সব রেকর্ডই ভঙ্গ করেছে। সব মিলিয়ে এই নির্বাচন থেকে দলটি আসলে কী পেল বা অর্জন করলো তা নিয়ে নানা বিশ্লেষণ চলছে রাজনৈতিক মহলে। একই সাথে এই অর্জনের ক্ষেত্রে কোন কোন ফ্যাক্টর ভূমিকা রেখেছে তাও আলোচনায় উঠে আসছে। নির্বাচনের ফল বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে, বরাবরের মতোই দেশের উত্তরাঞ্চল থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, বিশেষ করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে ভালো করেছে জামায়াতে ইসলামী। এবার এর সাথে নতুন করে যোগ হয়েছে রংপুরসহ উত্তরাঞ্চলের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া হিসেবে পরিচিত কয়েকটি জেলায় পাওয়া ব্যাপক জয়। তবে দলটির ভেতরে যেটিকে বড়ো সাফল্য বা অর্জন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে তা হলো- রাজধানী ঢাকার পনেরোটি আসনের মধ্যে পাঁচটি আসনে জয় পাওয়া। যদিও সার্বিকভাবে ভোট ও আসন বাড়লেও, নির্বাচনে দলটির সাফল্য যে বিশেষ কিছু এলাকাতেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে, সেই আলোচনাও আসছে। এমনকি বেশ কিছু জেলাতে দলটির দুর্বল অবস্থানও প্রকাশ পেয়েছে এই নির্বাচনে। জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেছেন, "জামায়াতে ইসলামী অতীতের অনেক রেকর্ড ভঙ্গ করে আজ দেশের ইতিহাসে অন্যতম বৃহৎ বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ২০০৮ সালে মাত্র ২টি আসন থেকে আজ কোটি কোটি মানুষের সমর্থন আমাদের প্রতি জন আস্থার বহিঃপ্রকাশ।„ বিশ্লেষকেরাও বলছেন, এটিই এই নির্বাচন থেকে দলটির বড়ো অর্জন যে, জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোটই এবার জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দলে বসতে যাচ্ছে। তারা বলছেন, দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে এর প্রভাব কেমন হয়, সেটিই এখন হবে দেখার বিষয়।

নির্বাচন কী দিল জামায়াতকে

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতির একজন বিশ্লেষক ড. মুবাশ্বার হাসান বলছেন, শুধু আদর্শিক কারণে জামায়াত এত ভোট পেয়েছে তা নয়, তবে জামায়াত ও তাদের জোট ৭৭টি আসন পেয়েছে এবং তারা প্রধান বিরোধী দল হতে যাচ্ছে, এটিই দৃশ্যত নির্বাচন থেকে দলটির প্রধান অর্জন। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এবারের ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে বিএনপি এককভাবে ২০৯টি ও জামায়াতে ইসলামী ৬৮টি আসনে জয়ী হয়েছে। ভোটের হিসেবে দলটি এককভাবে ৩৮ দশমিক ৫০ শতাংশ ভোট পেয়েছে। অন্যদিকে জোটগতভাবে জামায়াতের ইসলামীর মোট আসন হলো ৭৭টি। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও দৈনিক নয়া দিগন্তের সম্পাদক সালাহউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর বলছেন, "আসন ও ভোটের দিক থেকে জামায়াত নিজেই নিজের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দল হিসেবে উঠে এসেছে, এটিই এই নির্বাচন থেকে দলটির প্রধান অর্জন।„ এর আগে, ভিন্ন নামে নির্বাচনে অংশ নিয়ে ১৯৭৯ সালে ৬টি আসন পেয়ে নির্বাচনি যাত্রা শুরু করেছিল জামায়াত। তবে দলটি এককভাবে সর্বোচ্চ আসন পেয়েছিল ১৯৯১ সালে। সেবার তারা ১৮টি আসনে জিতেছিল। এরপর ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপির সাথে মিলে চারদলীয় জোটের অংশ হিসেবে নির্বাচন করে জামায়াত ১৭টি আসন পেয়েছিল। আবার ২০০৮ সালে একক নির্বাচন করে মাত্র দুটি আসন পেয়েছিল দলটি। আর এর আগে ১৯৯৬ সালেও এককভাবে নির্বাচন করে পেয়েছিল ৩টি আসন।

এবারের নির্বাচনি ফল বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, জামায়াত বরাবরের মতোই দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ও বিশেষ করে, উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত ভারত সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে নিজেদের অবস্থান আরও সংহত করতে পেরেছে। খুলনা, যশোর, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, জয়পুরহাট রাজশাহী, রংপুরের মতো জায়গায় ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে দলটি। সব মিলিয়ে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় খুলনা বিভাগের দশটি জেলার ৩৬টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ২৫টিতেই তারা জয় পেয়েছে। আর উত্তরাঞ্চলে রংপুর বিভাগের ৩৩ আসনের ১৭টিতে জয় পেয়েছেন জামায়াত প্রার্থীরা। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল কিংবা উত্তরাঞ্চলীয় জেলায় দলটির ভালো করার ক্ষেত্রে সেখানকার দরিদ্রতা কিংবা এ ধরনের ফ্যাক্টরগুলোই ভূমিকা রেখেছে কি-না, সেই আলোচনাও হচ্ছে রাজনৈতিক মহলে। তবে সালাহউদ্দিন মুহাম্মদ

বাবর বলছেন, এসব এলাকায় জামায়াত দীর্ঘদিন ধরেই সাংগঠনিক তৎপরতা চালিয়ে আসছিল এবং সেখানকার স্থানীয় সমস্যা ও সংকটগুলো জামায়াতের প্রচারে প্রাধান্য পেয়েছে বলে জামায়াত সেখানে জনসমর্থন বাড়িয়ে নিতে পেরেছে বলে মনে করেন তিনি। "জামায়াত সেদিকে বিশেষ নজর দিয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে সীমান্তের ভারত কেন্দ্রিক ইস্যুতে প্রতিবাদী ভোটও জামায়াত পেয়ে থাকে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি।

এবারের নির্বাচনে সার্বিকভাবে কিছু জেলায় জামায়াতের নির্বাচনি ফল ব্যাপক আগ্রহের জন্ম দিয়েছে। এর একটি হলো যশোর। জেলার ৬টি আসনের ৫টিই পেয়েছে দলটি। এই জেলায় বিএনপি মাত্র একটি আসনে জয় পেয়েছে। আবার জাতীয় পার্টির দুর্গ হিসেবে এককালে পরিচিতি পাওয়া রংপুর জেলার ৬টি আসনের ৫টিই জামায়াত প্রার্থীরা এককভাবে জিতে নিয়েছেন। অন্যটি জিতেছেন জামায়াত জোটের হয়ে নির্বাচন করা এনসিপির আখতার হোসেন। ছিয়াশি সালের নির্বাচন থেকে জামায়াত সীমান্তবর্তী সাতক্ষীরা জেলায় নিয়মিত আসন পেয়ে আসছে। তবে এবার প্রথমবারের মতো জেলার চারটি আসনের সবকটিই জিতে নিয়েছেন দলের প্রার্থীরা। অন্যদিকে বাগেরহাট-১ ও ২ আসনে দলটির প্রার্থীরা প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেন। জামায়াত প্রার্থী প্রথমবারের মতো জয় পেয়েছে জয়পুরহাট-১ আসনেও এবং স্বাধীনতার পর এই জেলায় এটিই জামায়াতের প্রথম বিজয়। তবে দলটি সবচেয়ে বেশি উল্লসিত ঢাকা মহানগরের সাফল্য নিয়ে। ঢাকা মহানগরের ১৫টি আসনের মধ্যে ৬টিতে জয় পেয়েছেন দলটির প্রার্থীরা। আর একটিতে জিতেছেন জামায়াত জোটের প্রার্থী এনসিপির নাহিদ ইসলাম। সার্বিকভাবে ঢাকায় ছয়টি, যশোর ও রংপুরে পাঁচটি করে, সাতক্ষীরা, কুড়িগ্রাম ও নীলফামারীতে ৪টি করে, গাইবান্ধা, বাগেরহাট, ঝিনাইদহে, চাঁপাইনবাবগঞ্জে ৩টি এবং কুষ্টিয়ায় ৩টি করে আসনে জয় পেয়েছে জামায়াত প্রার্থীরা।

এছাড়া মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, খুলনা, পাবনা ও রাজশাহীতে দুইটি করে আসন পেয়েছে দলটি। এর মধ্যে মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গায় জামায়াতের বিজয় বিএনপিকে বিস্মিত করেছে। বিএনপি নেতারা এ দুটি জেলাকে নিজেদের শক্ত ঘাঁটি বলে বিবেচনা করেন। তবে একই সাথে খুলনায় জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার নিজের আসনে খুবই অল্প ব্যবধানে হেরে গেছেন। ওদিকে ফরিদপুর, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, নেত্রকোণা, শেরপুর, জয়পুরহাট, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ ও নড়াইলে ১টি করে আসন পেয়েছে জামায়াতে ইসলামী। এর মধ্যে নড়াইলে এই প্রথম দলটি কোনো আসনে জয় পেল। যদিও ফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেশের অনেক জেলাতেই দলটির তেমন কোনো অবস্থান তৈরি হয়নি। বিশেষ করে, নির্বাচনি ফল বলছে, দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে জামায়াত কিংবা জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোটের অবস্থানই তৈরি হয়নি। পিরোজপুরে একটি আসনে জয় পেলেও ওই জেলারই আরেকটি আসনে হেরে গেছে দলটি। উভয় আসনেই অতীতে দলটির প্রার্থী ছিল দলের প্রয়াত প্রভাবশালী নেতা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী। তিনি যুদ্ধাপরাধের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে আটক থাকা অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন। অন্যদিকে, সিলেটে জামায়াতের কেউ না জিতলেও ১১ দলীয় জোটের হয়ে খেলাফত মজলিশের আবুল হাসান সিলেট-৫ আসনে জয় পেয়েছেন। এই জোটের বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ দুটি ও খেলাফত মজলিশ একটি আসন পেয়েছে।

আমির যা বলেছেন

জামায়াতের ভেরিফায়েড ফেসবুক পাতায় দেওয়া এক বিবৃতিতে আজ দলটির আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, "জামায়াতে ইসলামী ও ১১ দলীয় জোটের ভোট প্রাপ্তির পরিসংখ্যান অনেক শক্তিশালী বার্তা বহন করে। প্রদত্ত প্রায় ৭ কোটি ভোটের মধ্যে জামায়াত-নেতৃত্বাধীন জোট ৩৮ দশমিক ৫০ শতাংশ ভোট পেয়েছে। প্রায় ২ কোটি ৮৮ লাখ নাগরিক এই জোটের ওপর তাদের আস্থা স্থাপন করেছেন। এটি একটি বিশাল ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ জনরায়।„ "বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী অতীতের অনেক রেকর্ড ভঙ্গ করে আজ দেশের ইতিহাসে অন্যতম বৃহৎ বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ২০০৮ সালে মাত্র ২টি আসন থেকে আজ কোটি কোটি মানুষের সমর্থন আমাদের প্রতি জন আস্থার বহিঃপ্রকাশ। ঐতিহাসিক অগ্রযাত্রার শুরু। দেশের প্রায় অর্ধেক ভোটার সংস্কার, জবাবদিহিতা এবং নীতিভিত্তিক রাজনীতির পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন,„ বলেছেন তিনি।

বিশ্লেষকরা আরও যা বলছেন

নিজেদের 'ইসলামপন্থি' বলে পরিচয় দিলেও জামায়াতের আমির নির্বাচনের আগেই বলেছেন, "জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে শরিয়াহ আইন বাস্তবায়ন করবে না।„ আবার নারী ইস্যুতে দলটির কিছু নেতার বক্তব্য ও জামায়াত জোটে থাকা কিছু নেতার দৃষ্টিভঙ্গি সমালোচনারও জন্ম দিয়েছে। এবারই প্রথম জামায়াত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে প্রার্থী করলেও শেষ পর্যন্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হয়, তা নিয়েও উদ্বেগ ছিল অনেকের মধ্যে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতির একজন বিশ্লেষক ড. মুবাশ্বার হাসান বলছেন, জামায়াত একটা হাইপ তোলার চেষ্টা করেছিল এবারের নির্বাচনে এবং তারা যা পেয়েছে সেটি হলো- তাদের জোট ৭৭টি আসন পেয়েছে এবং তারাই সংসদে প্রধান বিরোধী দল হতে যাচ্ছে। "কিন্তু জামায়াত সব ভোট আদর্শিক কারণে পেয়েছে, তা নয়। বরং আমার মতে, জামায়াতের অনেক এন্টি-এস্টাব্লিশমেন্ট ভোট পেয়েছে। তারা ৫ আগস্টের পর থেকেই বিএনপি ও

আওয়ামী লীগকে একইভাবে ব্রান্ডিং করে প্রচারণা চালিয়েছে। আওয়ামী লীগ সমর্থকরা ভিন্ন নামেও নির্বাচনে থাকলে হয়ত তাদের ফল এমন নাও হতে পারত,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। মি. হাসান বলেন, সময়ের পরিক্রমায় নানা কারণে জামায়াতের ভোট ও সমর্থন বেড়েছে, কিন্তু এর পেছনে তাদের প্রচারে ধর্মের যথেচ্ছ অপব্যবহার ও ডিস-ইনফরমেশন ছড়িয়ে প্রভাব তৈরির চেষ্টা দৃশ্যমান ছিল। তিনি বলেন, "নির্বাচনে মানুষের সামনেও তো বিকল্প ছিল না। বেশিরভাগ মানুষ হয়ত বিএনপিকেই বেছে নিয়েছে। কিন্তু বাকিদের তো কিছু করার ছিল না। সেটার সুফলও হয়ত জামায়াত পেয়েছে।„

দৈনিক নয়া দিগন্ত সম্পাদক সালাহউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর বলছেন, আসন ও ভোটের সংখ্যার ক্ষেত্রে আগের রেকর্ড ভঙ্গ করে এ নির্বাচনের মাধ্যমেই একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতের রূপান্তর ঘটেছে। "জামায়াত আগে দলীয় আদর্শের ওপর জোর দিত। কিন্তু এবার জাতীয় ইস্যু, জনআকাঙ্ক্ষা ও স্থানীয় সমস্যা তুলে ধরে। সাথে ছিল দুর্নীতি ও চাঁদাবাজির মতো ইস্যু ছিল। এগুলো তারা তুলে ধরতে পেরেছে, যা জনমনে প্রভাব ফেলেছে,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা ও সীমান্তবর্তী এলাকায় দলটির ভালো করার কারণ কী, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "জামায়াত সেদিকে বিশেষ নজর দিয়েছে। সীমান্তের ভারত কেন্দ্রিক ইস্যুতে প্রতিবাদ ভোট জামায়াত পেয়ে থাকে।„ ধর্মকে ব্যবহার ও দরিদ্রের সংখ্যা বেশি বলে রংপুরসহ উত্তরাঞ্চলে দলটি ভালো করছে কি-না, এমন প্রশ্নের জবাবে মি. বাবর বলেন, "সেখানকার মানুষদের সংকটগুলো জামায়াত চিহ্নিত করেছে ও প্রচারে তুলে ধরেছে। সাংগঠনিক তৎপরতা তো আছেই। সব মিলিয়ে এবার রেজাল্ট ভালো হয়েছে।„

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

বিএনপি কি সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ নেবে?

বাংলাদেশে সংসদ সদস্য হিসেবে নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শপথ পড়ানোর পাশাপাশি, সংবিধান সংস্কারে যে পরিষদের শপথ পড়ানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে, সেটির আইনিভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিএনপি। দলটি নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করতে যাচ্ছে। বিএনপি বলছে, সংবিধানের বাইরে গিয়ে তারা এখনই এ ধরনের কোনো পরিষদ গঠনের জন্য প্রস্তুত নয়। তাছাড়া, আইনে উল্লেখ না থাকায় পরিষদটির শপথ কে পড়াবেন, সেই প্রশ্নও সামনে আসছে। সব মিলিয়ে মঙ্গলবার সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে বিএনপির সংসদ সদস্যরা শপথ নেবেন কি না, সেটা এখনও নিশ্চিত নয় বলে জানিয়েছেন বিএনপির নেতারা। এতে অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ অনুষ্ঠান। "স্পিকার-ডেপুটি স্পিকার অ্যাভেইলেবল না থাকায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) মঙ্গলবার সকালে সদ্য নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ পড়াবেন। এটা পড়ানোর সাংবিধানিক এখতিয়ার উনার আছে। এর বাইরে, সংবিধান সংস্কার পরিষদের যে শপথের কথা বলা হচ্ছে, আইনগতভাবে সেটা পড়ানোর এখতিয়ার তার নেই,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। মি. আহমদ কক্সবাজার থেকে চতুর্থবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন করতে হলে সংবিধান সংশোধনসহ দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে বলে মনে করেন তিনি। "এটা যদি সংবিধানে ধারণ করা হয়, সেই মর্মে সংবিধান সংশোধন হয় এবং সেই শপথ পরিচালনার জন্য যদি সংবিধানের তৃতীয় তফশিলে ফরম হয়; কে শপথ পাঠ করাবেন, সেটা যদি নির্ধারিত হয়, তাহলে তখন, অর্থাৎ এতগুলো 'হয়' বা শর্ত পূরণের পরে শপথ হলে হতে পারে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন বিএনপির নীতি-নির্ধারণী ফোরামের সদস্য মি. আহমদ। যদিও মঙ্গলবার সকালে সংসদ সদস্য ও সংবিধান সংস্কার পরিষদ, উভয় ক্ষেত্রে শপথ পড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার। "মঙ্গলবার সকালে দুই দফায় সংসদ সদস্যদের শপথ হবে। একটা তো তারা (নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা) সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেবেন। তার পরবর্তীকালে এই যে সংস্কার, সেটার জন্য শপথ নেবেন,„ সোমবার নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের বলেন নবনিযুক্ত মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি। তবে জামায়াতে ইসলামী, এনসিপিসহ জুলাই সনদে স্বাক্ষরকারী বিভিন্ন দলই সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ নেওয়ার পক্ষে বলে জানা গেছে।

আইনে কী আছে?

মঙ্গলবার সকালে বাংলাদেশের নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের পরপর দুটো শপথ পড়ানোর বিষয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে সরকার। এর মধ্যে সকাল ১০টায় প্রথমে তাদেরকে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ পাঠ করানো হবে। এরপর সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ হওয়ার কথা রয়েছে। বর্তমান সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, নতুন সংসদ সদস্যদের শপথ পড়াবেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার। কিন্তু চব্বিশের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংসদ নেই, স্পিকারও নেই। এমনকি ডেপুটি স্পিকারও কারাগারে। সংবিধান অনুযায়ী, এমন ক্ষেত্রে দুটি উপায়ে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ পড়ানো যেতে পারে। এক. রাষ্ট্রপতি শপথ পাঠ করানোর জন্য কাউকে মনোনীত করতে পারেন। দুই. নির্বাচনের ফলাফলের গেজেট প্রকাশের তিনদিনের মধ্যে যদি স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার বা রাষ্ট্রপতির মনোনীত ব্যক্তি শপথ করাতে না পারেন, তাহলে তখন প্রধান নির্বাচন কমিশনার পরবর্তী তিনদিনের মধ্যে শপথ পাঠ করাবেন। ফলে মঙ্গলবার প্রধান নির্বাচন কমিশনারই (সিইসি) নবনিযুক্ত

জনপ্রতিনিধিদের শপথ পড়াবেন। সংসদ সদস্যদের শপথের বিষয়ে বলা থাকলেও, বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানে 'সংবিধান সংস্কার পরিষদ' নিয়ে কিছু বলা নেই। ফলে নতুন সংসদে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এ ধরনের কোনো পরিষদের শপথ পড়ানো হলে, সেটি আইনসম্মত হবে না বলেই জানাচ্ছেন আইন বিশেষজ্ঞরা। "আইনগতভাবে সংবিধান সংস্কার পরিষদের কোনো ভিত্তি নেই। এটার আইনি ভিত্তি দিতে পারে পার্লামেন্ট (সংসদ)। কাজেই সেখানে সিদ্ধান্ত হওয়ার আগে এরকম পরিষদের শপথ পড়ানো হলে, সেটি আইনসম্মত কিছু হবে না," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ শাহদীন মালিক।

রাষ্ট্রপতির আদেশ নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন

সংবিধানে না থাকলেও সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠনের কথা বলা হয়েছে জুলাই জাতীয় সনদে। সনদটি বাস্তবায়নে গত বছরের ১৩ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন একটি আদেশও জারি করেন। সেখানে বলা হয়েছে, সংসদ নির্বাচনের ফল ঘোষণার ৩০ পঞ্জিকা দিবসের মধ্যে যে পদ্ধতিতে সংসদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করা হবে, একই পদ্ধতিতে পরিষদের প্রথম সভা আহ্বান করা হবে। সংস্কার পরিষদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে পরিষদের সদস্যরা সভা প্রধান ও উপ-সভা প্রধান নির্বাচন করবেন। আরও বলা হয়েছে, সংবিধান সংস্কার পরিষদ প্রথম অধিবেশন শুরুর তারিখ থেকে ১৮০ কার্য দিবসের মধ্যে জুলাই জাতীয় সনদ এবং গণভোটের ফলাফল অনুসারে সংবিধান সংস্কার সম্পন্ন করবে এবং তা সম্পন্ন করবার পর পরিষদের কার্যক্রম সমাপ্ত হবে। যদিও এ ধরনের আদেশ জারির ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে কি-না, সেটি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিএনপি। "আমরা আগেও বলেছি, রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতা আছে। সংবিধান মোতাবেক আদেশ জারির ক্ষমতা নেই,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনজিল মোরসেদও একই কথা বলছেন। "জুলাই সনদ বাস্তবায়নে রাষ্ট্রপতি যে আদেশটি জারি করেছেন, সেটি করার ক্ষমতা তার নাই। যদিও আদেশ গেজেট আকারে ছাপানো হয়েছে, কিন্তু নির্বাচনের পর এখন আইনের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. মোরসেদ।

সংবিধান সংশোধনে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠনের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু, সেটি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন সুপ্রিম কোর্টের এই জ্যেষ্ঠ আইনজীবী। "যখন নতুন কোনো সংবিধান তৈরি করা হয়, তখন এ ধরনের পরিষদ গঠন করে সেটার সদস্যদের শপথ গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু আমাদের দেশে তো সংবিধান তৈরি করা হচ্ছে না, সংবিধান তো আছে। সেটা যদি সংস্কারের প্রয়োজন হয়, সংসদই সেটা করতে পারে। তার জন্য আলাদা পরিষদ গঠনের দরকার নেই,„ বলেন মি. মোরসেদ। প্রায় আট মাস ধরে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে জুলাই সনদ চূড়ান্ত করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। বিষয়টি নিয়ে কমিশনের সাবেক সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইনগত বিবেচনার চেয়েও "রাজনৈতিক বিবেচনা ও সদিচ্ছা„ বেশি জরুরি বলে সম্প্রতি ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে মন্তব্য করেন অধ্যাপক রীয়াজ। "আমরা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, জনরায় (গণভোটে 'হ্যাঁ' জিতেছে) হয়েছে, আবার রাজনৈতিক দলের প্রতিও জনগণের সমর্থন দেখা গেছে। ফলে এর মধ্যে একটি সমন্বয় করতে হবে। সমন্বয়ের দায়িত্বটা রাজনীতিকদের,„ গত শনিবার সাংবাদিকদের বলেন অধ্যাপক আলী রীয়াজ। অন্য দলগুলোর মতো গত বছরের অক্টোবরে জুলাই জাতীয় সনদে সই করেছে বিএনপি। মঙ্গলবার দেশের ক্ষমতা গ্রহণের পর আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দলটি সনদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কাজ সম্পন্ন করতে চায় বলে জানিয়েছেন সিনিয়র নেতারা। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

জামায়াতসহ ১১ দলীয় জোটের বিক্ষোভ সমাবেশ আজ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সারা দেশে সহিংসতা, নির্যাতন, নিপীড়ন, হত্যা, ধর্ষণের অভিযোগ তুলে সোমবার বিকেলে ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করার কথা জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলীয় জোট। সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে এই বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হওয়ার কথা রয়েছে। বিক্ষোভ সমাবেশে জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানসহ ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত থাকবেন এবং বক্তব্য দিবেন বলে দলটির এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলা হয়। নির্বাচনের পর হামলা-সহিংসতার পাশাপাশি, কারচুপির অভিযোগও তুলেছে ১১ দলীয় জোট। রোববার এক সংবাদ সম্মেলনে তারা ৩২টি আসনের ফল পুনর্গণনার জন্য নির্বাচন কমিশন বরাবর আবেদন করেছে। সেখানে সমাধান না পেলে আইনি লড়াইয়ে নামার ঘোষণাও দেওয়া হয় জোটের পক্ষ থেকে। গত ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াত জোট ৭৭টি আসনে বিজয়ী হয়েছে এবং জামায়াতে ইসলামী এককভাবে ৬৮টি আসন পেয়েছে। বাকি ৯টি আসনের মধ্যে ছয়টি আসন পেয়েছে জোটের শরিক জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ পেয়েছে দুটি ও খেলাফত মজলিশ পেয়েছে একটি আসন।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০২.২০২৬ এলিনা)

ই-ভ্যাট রিটার্ন জমার সময় বাড়ালো এনবিআর

জানুয়ারি মাসের ই-ভ্যাট রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা আগামী রোববার ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়িয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। রোববার রাজস্ব ভবন থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। সেখানে সংশ্লিষ্ট করদাতাদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিলের আহ্বান জানানো হয়েছে। আইন অনুযায়ী, প্রতিমাসের ভ্যাটের তথ্য পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে অনলাইনে মাসিক রিটার্ন দাখিল করতে হয়। তবে এবার ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষ্যে সরকারি ছুটি থাকায় মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাটের বিবরণী জমার দেওয়ার সময় এক সপ্তাহ বাড়ানো হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, শবে বরাত ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে দীর্ঘ সময় সরকারি ছুটি থাকায় ও ১৫ ফেব্রুয়ারি এ চালান সিস্টেমে ওটিপি সার্ভার ডাউন থাকায় জনস্বার্থে ই-ভ্যাট সিস্টেমে জানুয়ারি মাসের অনলাইন রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়িয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৬৪ এর উপ-ধারা (১ক) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই সময়সীমা বাড়ানোর কথা প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়। সেইসাথে, এ সিদ্ধান্ত শুধু জানুয়ারি ২০২৬ কর মেয়াদের জন্য প্রযোজ্য হবে এবং সময়মতো রিটার্ন দাখিল না করলে মাসে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানার বিধানের কথাও বলা হয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১৬.০২.২০২৬ এলিনা)

এনএইচকে

মঙ্গলবার সুইজারল্যান্ডে দ্বিতীয় দফার পারমাণবিক আলোচনায় বসবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান

ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দেশটির পারমাণবিক উন্নয়ন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দ্বিতীয় দফা উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা মঙ্গলবার সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হবে। ৬ ফেব্রুয়ারি প্রথম দফার বৈঠকে ওয়াশিংটন ও তেহরান আলোচনা চালিয়ে যেতে সম্মত হয়। রবিবার একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পোস্টে ইরানের মন্ত্রণালয়টি উল্লেখ করেছে যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি বৈঠকে অংশ নিতে জেনেভার উদ্দেশ্যে তেহরান ত্যাগ করেছেন। সুইজারল্যান্ড সফরের সময় আরাঘচির আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা আইএইএ এর মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসি এবং অন্যান্যদের সাথেও বৈঠক করার কথা রয়েছে। রবিবার স্লোভাকিয়া থেকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও উল্লেখ করেছেন মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার ইরানের সাথে আলোচনায় অংশ নেবেন। ইরানের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী মাজিদ তখত-রাভানচি ব্রিটিশ সম্প্রচার মাধ্যম বিবিসিকে বলেছেন যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে কথা বলতে প্রস্তুত থাকলে ইরান দেশের পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। তিনি বলেন আমেরিকা কী করতে চায় সে সিদ্ধান্ত এখন তাদেরকেই নিতে হবে।
(এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ১৬.০২.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হয়েছে, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপাদান দেখা যায়নি : টিআইবি

আওয়ামী লীগকে ছাড়া নির্বাচন অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়েছে কিনা, এমন প্রশ্নের জবাবে ইফতেখারুজ্জামান বলেন, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা স্থানীয় পর্যায়ে অন্য দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বা স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। যারা ভোট দিয়েছেন, তাদের মধ্যে আওয়ামী লীগের বড়ো একটি অংশ ছিল। তাই ফ্যাক্টের ওপর ভিত্তি করেই বলা হয়েছে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য মাত্রায় অংশগ্রহণমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে টিআইবির পক্ষ থেকে নির্বাচনের সামগ্রিক বিষয় জানাতে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। ৩০০ সংসদীয় আসনের মধ্যে প্রতিনিধিত্বশীল নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৭০টি আসন বেছে নিয়ে এই প্রতিবেদন তৈরি করেছে টিআইবি। প্রতিবেদনে বলা হয়, এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ৯৯ শতাংশ প্রার্থীই ৫৮টি আচরণবিধির কোনো না কোনোটি লঙ্ঘন করেছেন। নির্বাচনের দিনেও কেন্দ্রগুলোয় স্বতন্ত্র নারী প্রার্থীর ওপর হামলা, কেন্দ্রের বাইরে ভয়ভীতি প্রদর্শন, স্বতন্ত্র প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া, কিছু কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর এজেন্টদের ঢুকতে না দেওয়া, বানোয়াট নিয়মের অজুহাতে ভোটারদের হেনস্তা করা, একজনের ভোট অন্যজন প্রদান, ভোটের সময় টাকা বিতরণের মতো ঘটনা ঘটেছে।

এ ছাড়া, ভোটার তালিকার সঙ্গে নাম ও ছবি না মেলায় অনেক ভোটার কেন্দ্রে গেলেও, ভোট দিতে পারেননি। নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতার বিষয়ে টিআইবির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই ৭০ আসনে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে ৪৫টি, প্রতিপক্ষের ভোটার-কর্মী-সমর্থকদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা ঘটেছে ৩৪টি, বাড়িঘর-অফিসে হামলা হয়েছে ১৮টি, একই দলের বিদ্রোহীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে ১৬টি। টিআইবির প্রতিবেদনে সার্বিক পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, শুরুতে তুলনামূলক সুস্থ প্রতিযোগিতার লক্ষণ দেখা গেলেও, ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীরা সহিংসতাপূর্ণ নির্বাচনি কার্যক্রমের পুরাতন রাজনৈতিক চর্চা বজায় রেখেছে। ফলে নির্বাচনে দল ও জোটের মধ্যে সংঘাত, আন্তঃদলীয় কোন্দল, ক্ষমতার জন্য অসুস্থ প্রতিযোগিতা এবং সহিংসতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে, যা

নির্বাচন-পরবর্তী সময়েও অব্যাহত ছিল। টিআইবির প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৭০টি আসনের মধ্যে ২১ দশমিক ৪ শতাংশ আসনে এক বা একাধিক জাল ভোট দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। প্রতিবেদন তৈরির সঙ্গে যুক্ত টিআইবির জ্যেষ্ঠ গবেষণা ফেলো মো. মাহফুজুল হক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনে একটাও ঘটনা হলে সেটা রেকর্ড করা হয়েছে। এটা আসনের পার্সেন্টেজ, ভোটের পার্সেন্টেজ না।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৬.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

শপথ অনুষ্ঠানে যারা আসছেন

বাংলাদেশে নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে প্রায় এক হাজার ২০০ দেশি-বিদেশি অতিথি যোগ দিতে পারেন। এই হিসাব ধরেই মঙ্গলবার জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় শপথ অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভারতের পক্ষ থেকে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা এবং পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্রি অংশ নেবেন। ভুটানের পক্ষে অংশ নেবেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে। এ ছাড়া, পাকিস্তানের পক্ষে মন্ত্রিসভার জ্যেষ্ঠ সদস্য পরিকল্পনামন্ত্রী আহসান ইকবাল, নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বালানন্দ শর্মা, মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল্লাহ খলিল ও শ্রীলঙ্কার স্বাস্থ্যমন্ত্রী নালিন্দা জয়াতিসা অংশ নিতে যাচ্ছেন। আসছেন যুক্তরাজ্যের ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি সীমা মালহোত্রাও। শেষ মুহূর্তে মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল্লাহ খলিলের পরিবর্তে সে দেশের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জুর ঢাকায় আসতে পারেন। বাংলাদেশের নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস গত শনিবার চীন, ভারত, পাকিস্তানসহ ১৩ দেশের সরকার প্রধানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। অন্য দেশগুলো হচ্ছে সৌদি আরব, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, মালয়েশিয়া, ব্রুনেই, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, মালদ্বীপ ও ভুটান। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৬.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

নতুন সরকারের সামনে যে-সব চ্যালেঞ্জ

সরকার গঠনের পর দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে রাখা বিএনপির জন্য সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। এছাড়া অর্থনীতি, আইন-শৃঙ্খলা, দ্রব্যমূল্য, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ইত্যাদি চ্যালেঞ্জের কথাও বলছেন তারা। এছাড়া, মঙ্গলবার নতুন মন্ত্রিসভা গঠন হওয়ার পরই রোজার মাস শুরু হবে। এই সময় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে নতুন সরকারকে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় সই হওয়া বিভিন্ন চুক্তি, সংস্কার, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, সংবিধান সংস্কার, গণপরিষদ, উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতিসহ আরো অনেক চ্যালেঞ্জ আছে। ফলে নতুন যে সরকার দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে, তাদের চ্যালেঞ্জগুলো সাধারণভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা নতুন একটি সরকারের চ্যালেঞ্জের মতো নয় বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। তারা বলছেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশে এক নতুন প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে। নতুন এক প্রত্যাশার দুয়ার খুলেছে। বিএনপিকে তাই সংসদ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার বিষয় মাথায় রাখলেই চলবে না। তাকে গণভোটও মাথায় রাখতে হবে। ৬৮.০৬ শতাংশ ভোটার গণভোটে `হ্যাঁ',-এর পক্ষে রায় দিয়েছে। আর আগেই বিএনপিসহ রাজনৈতিক দলগুলো জুলাই সনদে স্বাক্ষর করেছে। ফলে সরকার পরিচালনার দক্ষতাই নতুন সরকারকে উতরে দেবে না। তাকে আরো বেশি কিছু ধারণ করার দক্ষতা দেখাতে হবে।

নতুন সরকারের সামনে যত চ্যালেঞ্জ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সাব্বির আহমেদ ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আসলে অনেক চ্যালেঞ্জ সামনে থাকলেও, আমি মনে করি সরকার গঠনের পর দলকে গোছানো বা নিয়ন্ত্রণে রাখাই হবে বিএনপি সরকারের বড়ো চ্যালেঞ্জ। দলটি দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতার বাইরে ছিল। তৃণমূলে তাদের অনেক নেতা-কর্মী আছে, তাদের মধ্যে নানা ধরনের প্রত্যাশা আছে। সেই প্রত্যাশা তারা এখন পূরণ করতে চাইবে। সেটা সামলিয়ে দলকে সুশৃঙ্খল রাখাই হবে তাদের বড়ো কাজ।„ তিনি বলেন, "এখন একটি অফিসে ১০ জন লোক, তাদের সবাই যদি বিএনপি হয়, তাহলে তো আর হবে না। তাহলে তো আগে যা ছিল, তাই হলো। দলের লোকজনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ দোষের কিছু নয়। তবে সেজন্য একটা নীতিমালা সেট করতে হবে, চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মানুষের প্রত্যাশার জায়গা কিন্তু দুর্নীতি ও চাঁদাবাজি দূর করা, সেটা করতে না পারলে তো নতুন সরকার সংকটে পড়বে।„ "আর জামায়াত ক্ষমতায় যেতে পারেনি। কিন্তু তারা কিন্তু আসন আর ভোটের হিসাবে অতীতের তুলনায় অনেক বড়ো ধরনের সাফল্য পেয়েছে। তাই বিরোধী দল হিসাবে তারা সংসদে এবং রাজনীতিতে অনেক বড়ো চাপ সৃষ্টিতে সক্ষম হবে। বিএনপিকে সেটা মাথায় রাখতে হবে,, বলেন ড. সাব্বির আহমেদ।

নতুন সরকারের জন্য অর্থনীতি একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ হবে বলে মনে করেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আইনুল ইসলাম। তার মতে, রোজার মাসের দ্রব্যমূল্যের চ্যালেঞ্জ একদম সামনে। এরপর বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, মূল্যস্ফীতি- এই তিন বড়ো চ্যালেঞ্জ তাদের মোকাবিলা করতে হবে। তিনি বলেন, "নতুন সরকারের সামনে অনেকগুলো অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ আছে। সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো কর্মসংস্থান। এটা করতে হলে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। বিদেশিদের আস্থা অর্জন করতে না পারলে, বিদেশি বিনিয়োগ আনা কঠিন হবে। রাজস্ব খাত

খুবই দুর্বল অবস্থায় আছে। আমেরিকা ও জাপানের সাথে চুক্তি হয়েছে তা তো দিনদিন স্পষ্ট হচ্ছে। সেটা তারা কীভাবে ডিল করবে, তা দেখার আছে। আমরা যদি আমদানিতে তাদের সুবিধা দেই, তাহলে তো সেটা আমাদের জন্য কঠিন হবে।" তিনি বলেন, "আর মনে রাখতে হবে জামায়াতের কিন্তু বড়ো ধরনের উত্থান হয়েছে। তারা যে সংখ্যক আসন পেয়েছে, তা কিন্তু অতীতের তুলনায় বহুগুণ বেশি। ফলে তাদের যে ধীরে ধীরে আরো উত্থান হবে, সেটাও মাথায় রাখতে হবে।„

`মানুষ দুর্নীতি-চাঁদাবাজির অবসান চায়,

নাগরিক প্ল্যাটফর্ম `ভয়েস ফর রিফর্ম, এর সহ-সমন্বয়ক ফাহিম মাশরুর মনে করেন, সামনে যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে, তা মোকাবিলা করতে না পারলে হয়ত আবার তরুণরা মাঠে নামবে। তিনি বলেন, "সাধারণ মানুষের কাছে বড়ো ব্যাপার হলো দুর্নীতি, চাঁদাবাজি। সাধারণ মানুষ এর অবসান চায়। পালাবদলে কিন্তু অনেক চাঁদাবাজি হয়েছে। এখন যেহেতু বিএনপি সরকার গঠন করতে যাচ্ছে, তাই তৃণমূলে চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে তাদের কঠোর অবস্থান নিতে হবে। আর কর্মসংস্থান একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ।„ ফাহিম মাশরুর বলেন, "ঢাকার দুই সিটিতে ১৫টি আসনের সাতটিই কিন্তু জামায়াত ও এনসিপি পেয়েছে। অতীতে বিরোধী দল কখনই ঢাকায় এত আসন পায়নি। এটা একটা বড়ো সিগন্যাল। বিএনপি যদি প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়, তাহলে কিন্তু তরুণরা আবার মাঠে নামবে।„ তিনি আরো বলেন, "সংস্কার প্রক্রিয়া নিয়ে একটি মুখোমুখি অবস্থান তৈরি হতে পারে। সেটা হয়ত রাজনৈতিক সংকট তৈরি করবে। মনে রাখতে হবে, গণভোটে ভোটাররা সংস্কারের পক্ষে রায় দিয়েছে। কিন্তু বিএনপি বেশ কিছু বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছে। ফলে এটা নিয়ে আমি বড়ো ধরনের সংকট ও সাংবিধানিক সংকটের আশঙ্কা করছি।„ "আমরা মনে করি, এই নির্বাচনের পর কোনো ধরনের হামলা বা সহিংসতা হওয়া উচিত নয়। এরই মধ্যে কিছু অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিএনপির উচিত অবিলম্বে এগুলো বন্ধ করা,„ বলেন ফাহিম মাশরুর।

সরকারকে প্রশ্নের মুখে রাখতে চায় বিরোধীরা

বিএনপির স্বনির্ভর বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য নিলুফার চৌধুরী মনি বলেন, "মানুষ চাঁদাবাজি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। আমি সামনে আমাদের সরকারের জন্য দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, অর্থনীতি- এসব বিষয়ে চ্যালেঞ্জ দেখি। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতেও বড়ো চ্যালেঞ্জ দেখছি।„ তিনি বলেন, "যদি চাঁদাবাজি, দুর্নীতি বন্ধ না হয়, তাহলে মানুষ বিএনপিকে ভোট দিল কেন? এটা বন্ধ করতে হবে। তৃণমূলে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হলে আইনের অনুশাসন লাগবে। যেই এটা করুক তাকে আইনের আওতায় আনতে হবে। আমার বাবা করলেও, তাকে ছাড় দেওয়া যাবে না।„ সংস্কার প্রশ্নে নিলুফার চৌধুরী মনি বলেন, "আমরা তো বলেছি, এটা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন হবে। এখন সংসদ বসবে সংসদে যাবে বিষয়গুলো। আলাপ-আলোচনা হবে, তার মাধ্যমে নিশ্চয় প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলো বাস্তবায়ন হবে।„ এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরা শারমিন বলেন, "নির্বাচনের পরই আমরা ভিন্নমতের ওপর বিরোধীদের ওপর দমন-পীড়নের অভিযোগ শুনছি। নোয়াখালীতে ধর্ষণের অভিযোগ পেয়েছি, হাতিয়াতে হামলা হয়েছে। আরো অভিযোগ পাচ্ছি। বাড়িঘর লুটের অভিযোগ পাচ্ছি। বাড়িঘরে হামলার অভিযোগ পাচ্ছি। এগুলো বন্ধ করাই এই সময়ে বিএনপির জন্য সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ।„ "আমরা ১৭ বছর ধরে যে রাজনৈতিক কালচার দেখেছি, আমরা কিন্তু তার অবসান চাই। সেটা ফিরে আসতে আমরা দেব না।

আমরা বিরোধী দল সংসদ এবং সংসদের বাইরে অব্যাহতভাবে প্রশ্ন করতে থাকবো। বিএনপি চাইলেও যেন ফ্যাসিস্ট হাসিনা হতে না পারে, আমরা কিন্তু সেদিকে খেয়াল রাখব। বিএনপিকে আমাদের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে,„ বলেন তিনি। মনিরা শারমিন বলেন, "বাংলাদেশের মানুষ দুর্নীতি, চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে। বিএনপির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আছে, সেখান থেকে তাদের বের হয়ে আসতে হবে। আর সংস্কারের পক্ষে দেশের মানুষ রায় দিয়েছে। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংস্কার শেষ করতে হবে।„ তিনি আরো বলেন, "এছাড়া অর্থনৈতিক, সামাজিক, আইন-শৃঙ্খলা, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান- এসব নিয়ে তো চ্যালেঞ্জ আছেই।„ জামায়াত ও এনসিপির কয়েকজন নেতা এরই মধ্যে ছায়া সরকার গঠনের কথা বলেছেন। এর মাধ্যমে তারা সরকারকে জবাবদিহিতা ও প্রশ্নের মুখে রাখতে চায়। ফাহিম মাশরুর একে ভালো উদ্যোগ বলে মনে করেন। তারা কথা, "সরকারকে জবাবদিহির মধ্যে রাখতে এটা একটা ভালো কৌশল।„ অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে ১১ দল সোমবার বিকেলে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা, হত্যা, ধর্ষণ, হামলা ও নির্যাতন নিপীড়নের প্রতিবাদে ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের ডাক দিয়েছে। মনিরা শারমিন বলেন, "আমরা যে-কোনো অন্যায়, অনিয়মের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ জারি রাখব সব সময়।„

সংস্কার বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ

নতুন সংসদ সদস্যদের সাংসদ এবং গণপরিষদ সদস্য হিসাবে শপথ নেওয়ার কথা রয়েছে। ১৮০ দিনের মধ্যে সংস্কার বাস্তবায়ন করার পর গণপরিষদের কাজ শেষ হবে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদের দাবি, "এই গণভোটের কোনো সাংবিধানিক বৈধতা নেই। সংবিধান পরিবর্তন হয় সংবিধানের ৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী। আর তা করতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাগে। বিএনপির সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। এখন বিএনপি যতটুকু

চাইবে, তার বেশি সম্ভব নয়। আসলে ঐকমত্য কমিশনে যা হয়েছে, তা একটি রাজনৈতিক আলোচনা। এর কিছু বিষয়ে বিএনপি একমত হয়েছে, কিছু বিষয়ে হয়নি। আর অন্তর্বর্তী সরকার তো এটা নিয়ে কোনো অধ্যাদেশ জারি করেনি। ফলে এটা সংসদে র‍্যাটিফাই করারও প্রশ্ন নেই।„ তিনি বলেন, "বিএনপি উচ্চকক্ষে আসন বণ্টন চায় সংসদে প্রাপ্ত আসনের ভিত্তিতে। কিন্তু জামায়াত-এনসিপি চায় প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে। এটা নিয়ে একটা রাজনৈতিক সংকট হতে পারে। এটা নিয়ে রাজনীতি হতে পারে। কিন্তু বিএনপি যে-সব বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছে. তা তো তারা বাস্তবায়ন করবে না।„ অন্যদিকে বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নতুন সরকারের চ্যালেঞ্জ আছে বলে মনে করেন সাবেক কূটনীতিক মেজর (অব.) এমদাদুল ইসলাম। তিনি বলেন, "ভারত বিরোধিতা বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা বড়ো ইস্যু। সেটাকে সামলে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে একটা ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক তৈরি করতে হবে নতুন সরকারকে। চীন এবং ভারত এই দুই প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন কীভাবে ঘটাবে, সেটাও দেখার বিষয়।„

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৬.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

মঙ্গলবার একটি না দুইটি শপথ?

মঙ্গলবার বাংলাদেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংসদ সদস্য (এমপি) হিসেবে শপথ নেবেন। একইসঙ্গে তাদের সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবেও আলাদা শপথ নেওয়ার কথা রয়েছে। নির্বাচিতদের দুটি শপথের বিষয়ে প্রস্তুতিও নিচ্ছে জাতীয় সংসদ সচিবালয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আগামীকাল দুটি শপথ হবে, নাকি একটি, তা নিয়ে এখনো সংশয় আছে। কারণ, জুলাই জাতীয় সনদের সংবিধান সম্পর্কিত সংস্কার প্রস্তাবগুলোর বাস্তবায়নে এখনই সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন করা হবে কি না, সেই প্রশ্ন রয়েছে। ডিডাব্লিউয়ের কনটেন্ট পার্টনার প্রথম আলোকে বিএনপির একাধিক সূত্র জানিয়েছে, দলের অনেকেই মনে করছেন, বিদ্যমান সংবিধানে যা আছে, সেটা অনুসরণ করাই যৌক্তিক হবে। বিদ্যমান সংবিধানে শুধু সংসদ সদস্যদের শপথের কথা বলা আছে। সংবিধান সংস্কার পরিষদ বা এ ধরনের কিছু নেই। যদি সংবিধানে কখনও এটি ধারণ করা হয়, তখন এ রকম শপথের বিষয়টি আসবে। জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশের আইনি ভিত্তি নিয়েও শুরু থেকে বিএনপির প্রশ্ন আছে। গণভোটে `হ্যাঁ, জয়ী হওয়ায়, এখন জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ অনুযায়ী, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠিত হওয়ার কথা। মঙ্গলবার সকালে সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। বিকেলে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ। এ জন্য প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি নিচ্ছে জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৬.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

কোথায় সফল কোথায় ব্যর্থ, বিচারের ভার জনগণের ওপর : প্রধান উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালনকালে কোথায় সফল বা ব্যর্থ হয়েছে, সে `বিচারের ভার জনগণের ওপর, দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। নির্বাচিত সরকারের হাতে দায়িত্ব অর্পণের আগে সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) রাত জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া বিদায়ি ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আমি ও আমার সহকর্মীরা, সবাই আমরা সেই অঙ্গীকার রক্ষার চেষ্টা করে গেছি। কোথায় কতটুকু সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি, কোথায় ব্যর্থ হয়েছি, সে বিচারের ভার আপনাদের (জনগণের) ওপর থাকলো। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেশের বিশেষ ক্রান্তিলগ্নে অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্র নেতাদের আহ্বানে তিনি ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব নেন বলে আবারও উল্লেখ করেন।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৬.০২.২০২৬ রিহাব)

দুর্বল কাঁধে বিশাল দায়িত্ব, বহনের চেষ্টা করবো : মন্ত্রিপরিষদ সচিব

নতুন মন্ত্রিপরিষদ সচিবের দায়িত্ব পাওয়া নাসিমুল গনি জানিয়েছেন, তার দুর্বল কাঁধে বিশাল দায়িত্ব পড়েছে। এ দায়িত্বভার বহনের চেষ্টা করবেন। সোমবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। আজ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনিকে মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসেবে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। পরে দুপুর সোয়া ১টায় তিনি নতুন পদে যোগ দিতে সচিবালয়ের নতুন এক নম্বর ভবনে আসেন। এসময় প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে নাসিমুল গনি বলেন, "আলহামদুলিল্লাহ, দেশের একটা যুগসন্ধিক্ষণে আমার দুর্বল কাঁধে বিশাল দায়িত্ব পড়েছে। আমি সেটার ভার বহনের চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ, আমার সাধ্যমতো। অতীতে যেভাবে কাজ করেছি, সেভাবেই কাজ করবো।„ নাসিমুল গনি দেশের ২৬তম মন্ত্রিপরিষদ সচিব। বিএনপির নেতৃত্বে সরকার গঠনের একদিন আগে তিনি জনপ্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তার পদে দায়িত্ব পেলেন।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০২.২০২৬ আসাদ)

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সেনাপ্রধানের বিদায়ি সাক্ষাৎ

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিদায়ি সাক্ষাৎ করেছেন। সোমবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ের প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সৌজন্য সাক্ষাতে তারা পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং দায়িত্বকালীন বিভিন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। প্রধান উপদেষ্টা তার দায়িত্ব পালনকালে, বিশেষ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়, সেনাবাহিনীর সহযোগিতার জন্য সেনাপ্রধানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০২.২০২৬ আসাদ)

ত্রয়োদশ সংসদে বিএনপির ৬২.০২ ও জামায়াতের ১৫.৯৪ শতাংশ এমপি ঋণগ্রস্ত : টিআইবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সদস্যদের ঘোষিত মোট দায় বা ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১ হাজার ৩৫৬ কোটি টাকা, যা বিগত চারটি সংসদের তুলনায় সর্বোচ্চ। এমনটি জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। তারা আরও জানায়, নতুন সংসদের বিএনপির সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৬২ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ এবং জামায়াতে ইসলামীর ১৫ দশমিক ৯৪ শতাংশ দায় ও ঋণগ্রস্ত। সোমবার রাজধানীর ধানমন্ডির মাইডাস সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে `ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ও হলফনামাভিত্তিক পর্যবেক্ষণ, শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে এ তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদনে টিআইবি জানায়, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্যদের মোট দায় বা ঋণ ছিল ১ হাজার ১০৭ কোটি টাকা। দশম সংসদে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩ হাজার ৬২৪ কোটি টাকা, একাদশ সংসদে ৬ হাজার ৪২৩ কোটি টাকা এবং দ্বাদশ সংসদে ১০ হাজার ৩৯২ কোটি টাকা। সর্বশেষ ত্রয়োদশ সংসদে এই অঙ্ক আরও বেড়ে ১১ হাজার ৩৫৬ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ত্রয়োদশ সংসদের প্রায় অর্ধেক সংসদ সদস্যই দায় বা ঋণগ্রস্ত। দলভিত্তিক হিসেবে বিএনপির সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৬২ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ এবং জামায়াতে ইসলামীর ক্ষেত্রে এই হার ১৫ দশমিক ৯৪ শতাংশ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০২.২০২৬ আসাদ)

ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি ও সরকারি প্লট নেবেন না জামায়াতের এমপিরা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি ও সরকারি প্লট গ্রহণ করবেন না বলে জানিয়েছেন দলটির নেতা ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। সোমবার সকাল ৭টা ৪৯ মিনিটে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ তথ্য জানান। পোস্টে মোহাম্মদ শিশির মনির বলেন, পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, আমাদের এমপি মহোদয়রা ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি এবং সরকারি প্লট গ্রহণ করবেন না ইনশাল্লাহ। গত ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯৯ আসনের মধ্যে ৭৭টি আসনে বিজয়ী হয়েছে জামায়াত জোট। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০২.২০২৬ আসাদ)

মুখ খুললে বহু ভদ্রলোকের প্যান্ট খুলে যাবে : ফয়েজ তৈয়্যব

টেলিকম খাতে নতুন কোনো লাইসেন্স না দেওয়ায়, বহু দলের বহু লোক নাখোশ হয়েছে বলে দাবি করেছেন নির্বাচনের একদিন পরেই দেশ ছেড়ে যাওয়া ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। তিনি বলেন, মুখ খুললে বহু ভদ্রলোকের শুধু প্যান্ট খুলে যাবে না, বরং আন্ডারওয়্যারও খসে পড়ার চান্স আছে। তাই আমার সাথে হিসেব করে পাঙ্গা লড়তে আইসেন। রোববার এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে তিনি এসব কথা লিখেছেন। এর আগে, শনিবার সকালে তিনি দেশ ছাড়েন। ফয়েজ তৈয়্যব ফেসবুকে লিখেছেন, টেলিকমে দুর্নীতির প্রধানতম উৎস লাইসেন্স দেওয়া। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী হিসেবে আমি কোনো লাইসেন্স দেইনি। ফলে দুর্নীতি করার কোনো স্কোপই আমি রাখিনি। লাইসেন্স না দেওয়ায় বহু দলের বহু লোকে নাখোশ হয়েছে, সে গল্প দরকার পড়লে পরে লেখা যাবে। মুখ খুললে বহু ভদ্রলোকের প্যান্ট খুলে যাবে না শুধু, বরং আন্ডারওয়্যারও খসে পড়ার চান্স আছে। তাই আমার সাথে হিসেব করে পাঙ্গা লড়তে আইসেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০২.২০২৬ আসাদ)

নির্বাচনে ২১.৪ শতাংশ জালভোট পড়ার তথ্য ভিত্তিহীন : টিআইবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জালভোট পড়া নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-কে উদ্ধৃত করে ভুল ও অপতথ্য ছড়ানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে টিআইবি। এতে বলা হয়, `ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ও হলফনামাভিত্তিক পর্যবেক্ষণ, শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত তথ্যকে ভুলভাবে প্রচার ও প্রকাশ করে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বিষয়ে অতিদ্রুত এ ভুল সংশোধনসহ বিভ্রান্তি প্রতিরোধে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে টিআইবি। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, টিআইবির মাঠপর্যায়ের গবেষণার জন্য দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনাভিত্তিক নির্বাচিত ৭০ আসনের মধ্যে ২১ দশমিক ৪ শতাংশ আসনে এক বা একাধিক জালভোট দেওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। এ তথ্যকে

পুরো নির্বাচনে ২১ দশমিক ৪ শতাংশ জালভোট পড়েছে, এমনভাবে ব্যাখ্যা করা সম্পূর্ণ ভুল, ভিত্তিহীন ও অমূলক। এ পরিপ্রেক্ষিতে যে-সব গণমাধ্যম এরই মধ্যে এ তথ্যকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা বা উপস্থাপন করেছে, তাদের যথাযথ সংশোধনী প্রকাশের অনুরোধ জানিয়েছে টিআইবি। অন্যথায়, এ ধরনের বিভ্রান্তিকর উপস্থাপনাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হিসেবে বিবেচনা করা হবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০২.২০২৬ আসাদ)

অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীতে নিয়োগে দুর্নীতি হয়নি : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য নিয়োগে কোনো দুর্নীতি হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, এসব নিয়োগ সর্বোচ্চ স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে বিরল। সোমবার পুলিশ সদর দপ্তরে `হল অব ইন্টেগ্রিটি,-তে পুলিশ অধিদপ্তর আয়োজিত বিদায়ি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন তিনি। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্তত আমার দপ্তর থেকে কোনো ধরনের তদবির করা হয়নি, তা হলফ করে বলতে পারি। তিনি বলেন, সেনাবাহিনী, পুলিশ, র‍্যাব, আনসার, বিজিবি, কোস্টগার্ডসহ বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিরপেক্ষ, দায়িত্বশীল ও অনন্য ভূমিকার কারণে জাতীয় নির্বাচন প্রশংসিত হয়েছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে রোল মডেল হয়ে থাকবে, যা দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। সেজন্য আমি পুলিশসহ বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০২.২০২৬ আসাদ)

সুনামগঞ্জে পুলিশের কাছ থেকে হাতকড়াসহ আসামি ছিনতাই

সুনামগঞ্জের দিরাইয়ে বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলার পরোয়ানাভুক্ত এক আসামিকে গ্রেফতারের পর পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে তার স্বজনরা। সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে উপজেলার জগদল ইউনিয়নের হোসেনপুর গ্রামে এই নজিরবিহীন ঘটনা ঘটে। ছিনিয়ে নেওয়া আসামির নাম সাজ্জাদ মিয়া (৪৫)। তার বিরুদ্ধে সিলেটে দায়ের হওয়া বিশেষ ক্ষমতা আইনের একটি মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল। হেলাল উদ্দিন নামের স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, সোমবার বিকেলে বিশেষ ক্ষমতা আইনে সিলেটের একটি মামলার পরোয়ানাভুক্ত পলাতক আসামি সাজ্জাদ মিয়াকে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে হাতকড়া পড়ান দিরাই থানা থেকে এস আই হেলাল মিয়া। বাড়ি থেকে থানায় নিয়ে আসার সময় তার চাচা নুরুল ইসলামসহ আরও বেশ কয়েকজন সাজ্জাদকে হাতকড়াসহ পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৬.০২.২০২৬ রিহাব)

ওরা শুধু ভোট চুরি করেনি, ডাকাতি করেছে : নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, "ওরা শুধু ভোট চুরি করেনি, বরং ডাকাতি করেছে।„ তিনি বলেন, "আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাচ্ছি, জনগণের সামনে ভোট ডাকাতদের উন্মোচন করতে পেরেছি। পার্লামেন্টে যে ভোট ডাকাতরা গেছে, জনগণের সামনে আমরা বিরোধীদের হিসেবে হাজির হয়েছি, আমরা রাজপথে থাকবো, কড়ায় গন্ডায়, ইঞ্চি ইঞ্চি করে জনগণের ওপর যারা ভোটে ইঞ্জিনিয়ারিং করেছে, ভোট ডাকাতি করেছে, নতুনভাবে জুলুম চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, আমরা তাদের কাছ থেকে বুঝে নেবো ইনশাল্লাহ।„ সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর গেটে সারা দেশে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা, নির্যাতন, নিপীড়ন, হত্যা, ধর্ষণের প্রতিবাদে জামায়াতসহ ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৬.০২.২০২৬ রিহাব)

নতুন সংসদ সদস্যদের সামনের দিনগুলো শুভ হোক : প্রধান উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, নতুন সংসদ সদস্যদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল (১৭ ফেব্রুয়ারি)। সবার সামনের দিনগুলো শুভ হোক। সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জুলাই জাতীয় সনদে সই অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টা। রাতে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টার জ্যেষ্ঠ সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ। ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, এ দলিল যেন নতুন বাংলাদেশকে মানবিক বাংলাদেশ হিসেবে গড়তে প্রতিটি পদে পদক্ষেপ রাখে তার জন্য প্রতি মুহূর্তে সচেতন থাকতে হবে। আগামীকাল নতুন সংসদের সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠিত হবে। সবার সামনের দিনগুলো শুভ হোক। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৬.০২.২০২৬ রিহাব)

জুলাই সনদে `নোট অব ডিসেন্ট, বাদ রেখে সই করেছি : নাহিদ ইসলাম

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম বলেছেন, জুলাই সনদে যে নোট অব ডিসেন্ট রয়েছে- আমরা মনে করি, নোট অব ডিসেন্ট কোনো সিদ্ধান্তের অংশ হতে পারে না। ফলে নোট অব ডিসেন্টে স্পষ্ট বক্তব্য থাকা প্রয়োজন। আমরা কিন্তু সই করিনি এবং পরবর্তীতে আমাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে জুলাই জাতীয় সনদ আদেশ দেওয়া হয়। যে আদেশের ভিত্তিতে এবারের নির্বাচন এবং গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। গণভোটে জনগণের রায় সংস্কারের পক্ষে

এসেছে, ন্যায়ের পক্ষে এসেছে। সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় (প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন) জুলাই সনদে স্বাক্ষর শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি। নাহিদ ইসলাম বলেন, স্বাক্ষরের কমেন্টে `নোট অব ডিসেন্ট, বাদ রেখে আমরা সই করেছি এবং গণভোটের গণরায় পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হবে, এই সাপেক্ষে সই করেছি। ফলে আমাদের আজকের স্বাক্ষরের মধ্যদিয়ে জুলাই জাতীয় সনদের সম্পূর্ণতা পেলো এবং আমাদের আগামীকাল থেকে এটার কাজ হচ্ছে, যেই সংস্কার সভা হবে, সংস্কার পরিষদ হবে, সেই সংস্কার পরিষদে এটা জুলাই জাতীয় সনদ এবং গণভোটের যে আদেশ, সে আদেশ অনুযায়ী সংস্কারগুলোকে বাস্তবায়ন করা। তিনি বলেন, এখন আমাদের আগামীকাল থেকে দায়িত্ব হচ্ছে এই রায় বাস্তবায়ন করা। এনসিপি সংসদ নির্বাচন অংশগ্রহণ করেছে। আমরা সংসদে যাচ্ছি, এই জুলাই জাতীয় সনদ এবং সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করা আমাদের ম্যান্ডেট। জনগণ আমাদের এই ম্যান্ডেট দিয়েছে। ফলে সেটার জন্য আমরা মনে করছি যে, আগামীকাল শপথের আগে এবং এই অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ সময়ে এসে এই দলিলের সম্পূর্ণতার লক্ষ্যে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের স্বার্থে আমাদের সই করা প্রয়োজন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৬.০২.২০২৬ রিহাব)

মাগুরায় বিএনপির দু'পক্ষের সংঘর্ষ, ২০ বাড়িঘর ভাঙচুর-লুটপাট

মাগুরার শ্রীপুরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ, বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। এতে নারীসহ অন্তত ৬ জন আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে উভয়পক্ষের ১০ জনকে আটক করেছে। রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) রাত ১০টার দিকে উপজেলার গয়েশপুর ইউনিয়নের চাকদাহ গ্রামের নতুন পাড়া এলাকায় এই সহিংসতার ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গয়েশপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি পাঞ্জাব আলী এবং বর্তমান সাধারণ সম্পাদক ওহাব মণ্ডলের সমর্থকদের মধ্যে এলাকায় প্রভাব বিস্তার নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধ ছিল।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৬.০২.২০২৬ রিহাব)

সবার সঙ্গে পরামর্শ করে দেশ পরিচালনা করবেন তারেক রহমান : চরমোনাই পীর

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান সবার সঙ্গে পরামর্শ করে দেশ পরিচালনা করবেন- এমন আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম। সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে চরমোনাই পীরের বাসায় পৌঁছান তারেক রহমান। এরপর রাত প্রায় ৮টার দিকে সেখান থেকে বের হন। পরে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন চরমোনাই পীর।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৬.০২.২০২৬ রিহাব)

একসঙ্গে সংসদ সদস্য ও সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ পড়ানোর দাবি এনসিপির

এবার সংসদ সদস্য ও সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে একসঙ্গে দুটি শপথ পড়ানোর দাবি জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেন। সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় (প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন) জুলাই সনদে স্বাক্ষর শেষে ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন। আখতার বলেন, আমরা আজ জুলাই সনদে স্বাক্ষরের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেছি। এবারের নির্বাচন একইসঙ্গে জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং একইসঙ্গে এটা সংবিধান সংস্কার পরিষদের নির্বাচন। আগামীকাল শপথ অনুষ্ঠিত হবে। আমরা এটা আশা করি এবং জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপির তরফ থেকে এ দাবি রাখছি যে, আগামীকাল প্রথমে সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে যারা নির্বাচিত হয়েছেন, তারা শপথ গ্রহণ করবেন, তার পরেই জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে তাদের যে শপথ, সে শপথ তারা গ্রহণ করবেন এবং উভয় শপথ অবশ্যই একজন ব্যক্তি অর্থাৎ জুলাই জাতীয় সনদ যেভাবে হয়েছে, যিনি চিফ ইলেকশন কমিশনার আছেন, তার নেতৃত্বেই তার হাত ধরেই আমরা জুলাই জাতীয় সনদের মতো করেই সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ এবং জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে যে শপথ, সেটা আমরা গ্রহণ করবো। তিনি বলেন, জুলাই সনদের কার্যকারিতার জায়গায় গণভোটের বিষয়গুলো নিয়ে একজনের অস্পষ্টতা ছিল। যেহেতু জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণভোটের পক্ষে জনগণ তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। তিনি আরও বলেন, সরকারের আহ্বানে আমরা নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের প্রতিনিধিদল প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষরে এসেছিলাম। আমরা জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেছি এবং আমরা একটা শর্তসাপেক্ষে সেখানে স্বাক্ষর করেছি। আমরা বলেছি যে, নোট অব ডিসেন্ট ব্যতিরেকে গণভোটের গণরায়ের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সাপেক্ষে নাহিদ ইসলাম এবং আমি আখতার হোসেন এই জুলাই জাতীয় সনদে আমরা স্বাক্ষর করলাম।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৬.০২.২০২৬ রিহাব)

BBC

IRAN MUST ABANDON ENRICHED URANIUM AND NOT PRODUCE MORE: NETANYAHU

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says the US must require Iran to relinquish all of its enriched uranium and be barred from enriching more, as part of any nuclear deal with Tehran. In a speech in Jerusalem on Sunday, he outlined several conditions he wanted, including that "all enriched material has to leave Iran" and that "there should be no enrichment capability". His comments come as Iranian and US officials prepare for a second round of talks in Switzerland on Tuesday. Iran will consider compromises to reach a nuclear deal if the US is willing to discuss lifting sanctions, Iranian deputy foreign minister Majid Takht-Ravanchi told the BBC in Tehran. (BBC News Web Page: 16/02/26, FARUK)

IRAN'S ARAGHCHI MEETS IAEA CHIEF IN GENEVA AHEAD OF NUCLEAR TALKS WITH US

Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi has arrived in Geneva for a high-stakes second round of nuclear talks with the United States aimed at reducing tensions and avert a new military confrontation that Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has warned could turn into a regional conflict. "I am in Geneva with real ideas to achieve a fair and equitable deal," Araghchi wrote on X on Monday. "What is not on the table: submission before threats." Iran and the US renewed negotiations earlier this month to tackle their decades-long dispute over Tehran's nuclear programme as US deploys warships, including a second aircraft carrier, to the region as mediators work to prevent a war. Araghchi met with Rafael Grossi, the head of the International Atomic Energy Agency (IAEA), on Monday, after saying his team of nuclear experts expected a "deep technical discussion".
(BBC News Web Page: 16/02/26, FARUK)

ISRAEL'S MOVE TO REGISTER LAND 'SYSTEMATIZES DISPOSSESSION' OF PALESTINIANS

Israel's decision to resume the land registration processes in the occupied West Bank for the first time since 1967 will facilitate the dispossession and displacement of Palestinians in violation of international law, Israeli rights groups say. The land registration process - also known as settlement of land title - has been reinstated after nearly six decades, following the government's approval on Sunday of a proposal submitted by far-right Minister of Finance Bezalel Smotrich, Minister of Justice Yariv Levin, and Minister of Defence Israel Katz.
(BBC News Web Page: 16/02/26, FARUK)

ISRAEL BOMBS LEBANON-SYRIA BORDER, KILLS FOUR PEOPLE

Israeli forces have bombed a vehicle near Lebanon's border with Syria, killing at least four people, according to the Lebanese Ministry of Public Health. The Israeli air strike took place early on Monday morning, it said in a statement. Lebanon's National News Agency said one of the victims was a Syrian national named Khaled Mohammad al-Ahmed. The Israeli military confirmed the air strike, claiming in a post on X that it targeted members of the Palestinian Islamic Jihad (PIJ) in Lebanon. It did not provide evidence for its claim. The Israeli military said the raid took place in the Majdal Anjar area of Lebanon.
(BBC News Web Page: 16/02/26, FARUK)

UKRAINE TEAM HEADS FOR GENEVA TALKS AS MOSCOW, KYIV BUILD MILITARY PRESSURE

Ukrainian officials have left for Geneva, Switzerland, where another round of negotiations aimed at ending the war with Russia is set to take place. "On the way to Geneva. The next round of negotiations is ahead. Along the way, we will discuss the lessons of our history with our colleagues, seek the right conclusions," Ukraine's Chief of Staff Kyrylo Budanov posted on his Telegram channel on Monday, along with a picture of him standing in front of a train with two other members of the delegation he is heading.
(BBC News Web Page: 16/02/26, FARUK)

:: THE END ::